CMYK

শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
৪ থেকে ১৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নিশ্চিন্তের
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 27 April, 2021 ■ আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ১৩ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## সবিনয় নিবেদন

জাগরণ-র প্রতি যাঁদের অবদান রয়েছে প্রথমেই তাঁদের সকলকে আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি গুরুতর কিডনি রোগে আক্রান্ত, প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সাথে লড়াই চলছে। ডায়ালাইসিস করে আর কতদিন বেঁচে থাকা যাবে বলা মুশকিল।

বহু শুভানুধ্যায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জাগরণ-র সাথে জড়িত, তাঁদের অনেকেই আমার সাথে দেখা করতে চান। আমার শারীরিক অবস্থা ক্রমেই আরো জটিল হয়ে পড়ছে। লেখালেখির ক্ষমতা হারানোর পাশাপাশি কথা বলা ও হাটার সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে। ফলে, শারীরিক অবনতির কারণে আমার পক্ষে সাক্ষাত করা, কথা বলা বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য আমি ব্যথিত ও মর্মাহত।

কলেজ জীবন থেকে সংবাদপত্রের যে সাধনা ও সংগ্রাম শুরু করেছিলাম আজও আমার মধ্যে তা প্রতিনিয়ত নাড়া দেয়। এই অবস্থায় জাগরণ-র বার্তা সম্পাদক সন্দীপ বিশ্বাস তাঁর সহযোগীদের নিয়ে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কঠিন দিন উপস্থিত, আজকের তরুণ সাংবাদিকদের সামনে বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। আমি বিশ্বাস করতে পারি তরুণ সাংবাদিকরা আগামীদিনে সমস্ত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবেন। আমি সকলের সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি কামনা করি।

পরিতোষ বিশ্বাস

## ভারতে ৩.৫২ লক্ষাধিক সংক্রমণ করোনা কাড়ল আরও ২,৮১২ জনের প্রাণ

**নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.):** ভারতে করোনা কেড়ে নিল আরও ২,৮১২ জনের প্রাণ। দেশে কোভিড সংক্রমণের হার দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৩.৫২-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ২,৮১২ জনের।

সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩,৫২,৯৯১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২,৮১২ জনের। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২৮.১৩-লক্ষের (১৬.২৫ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সুস্থতা স্বস্তি অবশ্য দিচ্ছে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ১৯ হাজার ২৭২ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৪৩,০৪,৩৮২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮২.৬২ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# রাজ্যে গণ পরিবহনে বাড়ছে ভাড়া

## অটোতে ২০ ও বাসে ২৫ শতাংশ, জানালেন মন্ত্রী

**আগরতলা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.)।।** গণ পরিবহনে ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তাতে, বাস এবং অটোতে ভাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে। বাস পরিবহনে ২৫ শতাংশ এবং অটোতে ২০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষে সায় দিয়েছে পরিবহন দফতর। পরিবহন মন্ত্রীর দাবি, ডিজেলে ৩২ শতাংশ এবং পেট্রল ও সিএনজিওতে ৩০ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। সেক্ষেত্রে যানবাহন মালিক এবং জনগণের সুবিধা চিন্তায় রেখেই ভাড়া বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহন মন্ত্রী বলেন, ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত পূর্বতন সরকার কোন ভাড়া বাড়ায়নি। ফলে যানবাহন মালিকরা যেমন খুশি ভাড়া আদায় করতেন। তাই, যানবাহন মালিক এবং শ্রমিকরা কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হন, সেদিকে খেয়াল রেখে ২০১৮ ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কিন্তু, তারপর থেকে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। তাই, পুণরায় ভাড়া বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ, যাত্রী পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে। তাই, মন্ত্রিসভা ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০১২ সালে পেট্রলের মূল্য ছিল ৬৭.১৭ টাকা, ডিজেল ৪৬.৭৫ টাকা এবং সিএনজি ৩২.৪৬ টাকা। সেই তুলনায় বর্তমানে পেট্রল ৯০.৬৪ টাকা, ডিজেল ৮৪.২১ টাকা এবং সিএনজি ৫৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

তাঁর কথায় ডিজেলে ৩২ শতাংশ এবং পেট্রল ও সিএনজি-তে ৩০ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। তাই, বাসে ২৫ শতাংশ এবং অটোতে ২০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে, নাগরিক সুবিধা মাথায় রেখে পরিষেবার পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি বলেন, সিটি বাস সার্ভিস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তা পুণরায় চালু করার জন্য বিকল্প পদ্ধতি ভাবছে ত্রিপুরা সরকার। তিনি জানান, এক্সপ্রেস বাস পরিষেবা চালু হচ্ছে। তার জন্য নতুন করে পারমিট দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, ভাড়া বৃদ্ধি করা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু, প্রত্যেক বাসে ভাড়ার তালিকা ডিসপ্লে করতে হবে। এছাড়া ডিজিট্যাল পেমেন্টের জন্য ত্রিপুরা সরকার উতাহ দেবে। এক্ষেত্রে বাসে ডিজিট্যাল পেমেন্টের সুবিধা থাকতেই হবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার ১০০ শতাংশ মিটার অটো পরিষেবার লক্ষ্যে চলছে।

## চার দশক বাদে উষ্ণতম দিনের সাক্ষী রাজ্য পারদ পৌঁছেছে ৩৯.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে

**আগরতলা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.)।।** চার দশক-র বেশি সময় পর উষ্ণতম দিনের সাক্ষী রইল ত্রিপুরা। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৯.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তবে, এপ্রিল-র সবচেয়ে উষ্ণতম দিন হিসেবে ১৯৬০ সালের পর আজ পারদ সেই স্তরের কাছাকাছি পৌঁছে।

আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক জানিয়েছেন, বতরের সবচেয়ে উষ্ণতম দিন হিসেবে ১৯৭৯ সালের রেকর্ড আজ অল্পের জন্য ছুতে পারেনি। এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে তিনি বলেন, ১৯৬০ সালের ৩০ এপ্রিল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৪১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সেক্ষেত্রে এপ্রিলের তাপমাত্রা বিচারে দীর্ঘ বছর বাদে আজ ছিল সর্বোচ্চ। তেমনি ১৯৭৯ সালের ১ জুন দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৪০.২ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বাতরিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা-র বিচারে ৪২ বছর বাদে আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৯.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

ওই আধিকারিকের কথায়, আবহাওয়া-র ক্রমাগত পরিবর্তন মানুষের জীবন শৈলীতে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিশালগড়ে গৃহবধূর মৃত্যু রহস্যজনকভাবে, চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।।** গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত লাল সিংমুড়া মন্ডপ টিলা এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা যায় বিশালগড় লাল সিং মুড়া এলাকার রাজিব মিয়া পেশায় রাজমিস্ত্রি। একই এলাকার মেয়ে সখিনা বেগমের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়।

সম্পর্কটি মেনে নিতে পারছিল না সখিনার পরিবারের লোকজন। গত তিন মাস পূর্বে তারা পরিবারের অজান্তে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। তখন থেকে সখিনার পরিবার সখিনার কোন খোঁজখবর নেয়নি বলে খবর। সখিনা রাজিব মিয়ার সাথে সংসার শুরু করে। কিন্তু সোমবার বেলা ১২টার সময় রাজিব একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের জন্য হাহাকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।।** বিশালগড় মহাকুমার মধুপুর বাজার এলাকার ব্যবসায়ী মানুষজন দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন। মধুপুর পঞ্চায়েতে জল উত্তোলক পাম্প মেশিন দীর্ঘ দিন ধরে বিকল হয়ে রয়েছে। এটি সংস্কারের তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এই পাম্পের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন মধুপুর বাজার সহ পার্শবর্তী এলাকার মানুষজন। পাম্প মেশিন তিন চার পাঁচ মাস ধরে বিকল হয়ে পড়ে থাকায় এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ।

তীব্র দাবদাহে এরমধ্যে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ায় মধুপুর এলাকার মানুষজন মহা সংকটে পড়েছেন। এলাকার মানুষজন পাইপলাইনে সরবরাহকৃত জলের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এলাকায় জলের বিকল্প কোন উৎসব নেই। মধুপুর বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান জল না থাকায় তাদেরকে মানুষের বাড়িঘর থেকে জল এনে চাহিদা মেটাতে হচ্ছে। অনেকের বাড়িতেই টিউবওয়েল কিংবা বিকল্প কোন জলের উৎস নেই। ফলে ওইসব এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন জটিল সমস্যায় পড়েছেন। এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ।

এ ধরনের পরিস্থিতি চলতে থাকলে এলাকার মানুষজন তৃষ্ণা মেটানোর জল পাবেন না। তাতে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে।মধুপুর পঞ্চায়েতে বিকল হয়ে পড়া জলের উৎসটি পুনরায় সংস্কার করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে এলাকাবাসীর তরফ থেকে প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## স্বাস্থ্যকেন্দ্রে করোনা ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে হয়রানির অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।।** রাজ্যেও ভ্যাকসিনের মজুদ সন্তোষজনক নয়। ভ্যাকসিন নিতে এসে অনেককেই বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। বিশালগড় এর উত্তর চড়িলাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গত তিনদিন ধরে ভ্যাকসিন নেই। সোমবার সকাল থেকে অনেকেই ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে অপেক্ষা করতে থাকেন।

এত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভ্যাকসিন নেই। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার অর্পনা পাল জানান গত শনিবার থেকেই এখানে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে না। তিনি জানান উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হচ্ছে না। মজুদ নেই বলেই এখানে ভ্যাকসিন পাঠানো হচ্ছে না বলে তিনি মনে করেন। ভ্যাকসিন নিতে এসে যাতে কেউ হয়রানির শিকার না হয় সেজন্য উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আশা কর্মীদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি খবর পাঠানো হয়েছে বলেও তিনি জানান। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে আশা কর্মীরা এ বিষয়ে মানুষকে অবগত করেনি। সে কারণেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিশালগড়ে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের দৌলতে দুর্ভোগে ভোক্তারা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।।** বিশালগড় বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে কর্মীদের খামখেয়ালিপনায় ভোগান্তির শিকার ভোক্তারা। বিদ্যুৎ দপ্তরে গ্রাহকরা বাইরে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। অথচ কর্মীরা পরিষেবা না দিয়ে অফিসের ভেতরে পাখার বাতাস খেয়ে আরাম-আয়েশ করছেন। কর্মীদের মুখে মাস্ক নেই।

এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মীরা জানায় তারা নাকি দুপুরের খাবার খেতে যাচ্ছে। ওই সময় বেলা দুপুর দেড়টা। প্রশ্ন হচ্ছে দুপুর দেড়টায় কর্মী কেন ভাত খেতে যাবেন।অফিস আওয়ারে ভাত খাওয়ার অজুহাত কেন। মুখে মাস্ক না থাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি বিশালগড় বিদ্যুৎ দপ্তরে।

তাছাড়া কোভিড গাইডলাইনকে অমান্য করে , সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে চলছে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া বিদ্যুৎ নিগম অফিসে। এ নিয়ে বিশালগড় বিদ্যুৎ দপ্তরে এসডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান এই ব্যাপারে তিনি কোনো কিছুই জানেন না। বিদ্যুৎ নিগম অফিসের ভিতরে কর্মী ঘুমিয়ে আছেন দেখে গ্রাহকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিদ্যুৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৯৮, সক্রিয় ৭১৯

**আগরতলা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.)।।** ত্রিপুরায় বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। শতকের খুবই কাছাকাছি গিয়ে থেমেছে সংক্রমণ। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৯৮ জন। পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে গত বছরের মতোই করোনার তান্ডবকে মনে করে দিয়েছে। অবশ্য, এবছর অতিমারির প্রভাব অনেক আগেই আছড়ে পড়েছে। গত বছর এমন সময়ে করোনার প্রভাব তেমনভাবে ত্রিপুরায় দেখা দেয়নি। তবে, গত ২৪ ঘন্টায় ৪৪ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তাতে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৭১৯।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ৮৮২ এবং রেপিড এন্টিজেন-র মাধ্যমে ২৪৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৩০ জন এবং রেপিড এন্টিজেন-এ ৬৮ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৯৮ জন নতুন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৪ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭১৯ জন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

**ম্যালেরিয়া দিবস** আগরতলা পুর নিগম এলাকায় মশার উপদ্রব রদ করতে পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে লারবিবিরিয়াস ফিস প্রজেক্টের মাধ্যমে মশার লাভা ধ্বংসকারী মাছ শহরের বিভিন্ন পুকুর এবং খোলা নর্দমায় ছাড়া হয় সোমবার। এমাছগুলি মশার লাভা খেয়ে ফেলে। তাতে মশার বংশবিস্তার ঘটে না। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

## ট্রেনের ইঞ্জিনে গোলমাল চরম দুর্ভোগ যাত্রীদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।।** ফের ট্রেনের ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন যাত্রী সাধারণ। ঘটনার সূত্রপাত নালকাটা স্টেশনের কাছে।

সংবাদে প্রকাশ, অন্যান্য দিনের মতো সূচি অনুযায়ী ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় দিনের শেষ লোক্যাল ট্রেনটি। নালকাটা স্টেশনের কাছাকাছি রেলের ইঞ্জিনটি ধাক্কা দেয় ট্রেকের উপর থাকা একটি গরুকে। তাতে ইঞ্জিনের সামান্য ক্ষতি হয়। কিছু সময় চলার পর ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেয়। তারপর কোনওরকমে নালকাটা স্টেশনে পৌঁছে সেখানে কিছুটা সারাই করার পর পুনরায় রওয়ানা দেয়। তারপর মুন স্টেশনে পৌঁছে। মনু স্টেশনে আসার পর ট্রেনের ইঞ্জিন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। প্রকৌশলীরা কোনওরকম ইঞ্জিন চালু করে এবং রওয়ানা দেয়। এস কে পাড়ায় এসে আবার খারাপ হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করে গোমতীর জলে গা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা স্বামীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ এপ্রিল।।** শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন রুশনা বিবি ( ৩৫) নামে এক গৃহবধূ । অভিযুক্ত স্বামীর নাম হাকিম মিয়া। সোমবার উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত পশ্চিম শালগড়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে। সংবাদ সূত্রে জানা যায় পারিবারিক অশান্তিকে কেন্দ্র করে নিজের স্নানের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিজের স্ত্রীকে টাক্কল দিয়ে কুপিয়ে নৃশংস ভাবে হত্যা করল স্বামী হাকিম মিয়া। গৃহবধূ রুশনা বিবির দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে ফেলে রেখে অভিযুক্ত আসামি হাকিম মিঞা পালিয়ে বাড়ির পাশের গোমতী নদীর জলে চর এলাকায় নগ্ন অবস্থায় বসে থাকে। খুনের ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশকে খবর দিলে উদয়পুর

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ এবং রাধাকিশোরপুর থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দুর্ঘটনায় বাইক চালকের মৃত্যু হাসপাতালে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।।** বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়ায় বাইক দুর্ঘটনায় আহত যুবক অসীম দাসের জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

বিশালগড় থানা এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় রবিবার বিকেলে এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়। আহত যুবককে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত যুবকের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় বিশালগড় হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই জাঙ্গালিয়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের এক নিকট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## করোনা বিধ্বস্ত ভারতের জন্য ১৩৫ কোটির আর্থিক সাহায্য ঘোষণা গুগল'র

**নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.)।।** করোনা প্রকোপে বিধ্বস্ত ভারতের জন্য ১৩৫ কোটির আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করল গুগল। তবে সরাসরি ভারত সরকারের হাতে ওই টাকা তুলে দিচ্ছে না তারা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'গিভ ইন্ডিয়া' এবং ইউনিসেফ মারফত চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনতে, যে সমস্ত সংস্থা ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের নিয়ে কাজ করছে, তাদের সাহায্যার্থে এবং অতিমারি নিয়ে সচেতনতা তৈরি করতেই এই টাকা ব্যয় করা হবে।

সোমবার দেশে সংক্রমণ সাড়ে ৩ লক্ষ পেরিয়ে গিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতেই আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই। টুইটারে লেখেন, 'ভারতে কোভিড পরিস্থিতির অবনতি হতে দেখে বিধ্বস্ত আমি। গুগল এবং গুগলের কর্মীদের তরফে গিভ ইন্ডিয়া এবং ইউনিসেফ-সে চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনতে, ঝুঁকি পূর্ণ রোগীদের নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলিকে সাহায্য করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য ১৩৫ কোটি টাকার সাহায্য দেওয়া হচ্ছে'। এ ছাড়াও, ভারত গুগলের দায়িত্বে থাকা সঞ্জয় গুপ্ত জানিয়েছেন, এই সঙ্কটের সময় ভারত সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন তাঁরা। গুগলের তরফে জানানো হয়েছে যে, এই ১৩৫ কোটি টাকার মধ্যে সংস্থার সমাজসেবামূলক শাখা সংগঠন গুগল. অর্গ-এর তরফে ২০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। 'গিভ ইন্ডিয়া'কে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তা দিয়ে অতিমারির প্রকোপে যে সমস্ত পরিবার যুঝছে, তাদের হাতে নগদ টাকা তুলে দেওয়া হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনতে, অক্সিজেনেরে জোগান বাড়াতে এবং করোনা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কিটের সংখ্যা বাড়াতে বাকি টাকা যাবে ইউনিসেফ-এর খাতে।

# নিজেকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখলেই সমাজকে সহযোগিতা করা সম্ভব ঃ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

**আগরতলা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.)।।** মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ আমতলি বাইপাস সংলগ্ন সাইনগরে শ্রী শিরডি সাইবাবা মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেখানে তিনি রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় পূজার্চনাও করেন। পরে উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, শিরডি সাইবাবা মন্দিরটি যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানব সেবার মধ্য দিয়েই সেই উদ্দেশ্যটি স্বার্থক হবে। সাইবাবার দেখানো রাস্তায় মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাঁর আশীর্বচন প্রত্যেকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। মানব কল্যাণ এবং সমাজের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, সমগ্র বিশ্বেই কোভিড-১৯ সংক্রমণ বেড়ে চলছে। বিগত দিনেও কোভিড জনিত পরিস্থিতিতে সকলে মিলে যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হয়েছিলো তেমনি বর্তমানেও আমরা সকলে মিলে সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে কোভিড পরিস্থিতি থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হবো। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলা, মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করার পাশাপাশি বাজারগুলিতে ভিড় এড়িয়ে চলার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে নিজেকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখলেই সমাজকে সহযোগিতা করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক মিমি মজুমদার আশাব্যক্ত করে বলেন, একমাত্র সচেতনতাই কোভিড়ের কবল থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারে। অন্যদিকে, এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বেলতলিস্থিত আনন্দময়ী কালী মন্দিরে বিধায়ক মিমি মজুমদারের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থানুকূল্যে প্রদানকৃত অ্যাম্বুলেন্সের আনুষ্ঠানিক ফ্ল্যাগ অফ করেন। এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, এই অ্যাম্বুলেন্সটি রোগীদের পরিষেবায় নিয়োজিত থাকবে। এলাকার নাগরিকগণ এর সুবিধা পাবেন। জরুরি পরিষেবায় অ্যাম্বুলেন্সে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতেও তিনি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৯৩ ◘ ২৭ এপ্রিল ২০২১ ইং ◘ ১৩ বৈশাখ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## ক্ষোভে ফুঁসছে যুবসমাজ

গোটা দেশ জুড়িয়া বেকারত্বের হার দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে। অথচ কর্মসংস্থাানের সুযোগ কমিতেছে। তাহাতে জটিল সমস্যায় পড়িয়াছে যুব সমাজ।রাজনৈতিকক দল এবং নেতা-নেত্রীদের প্রতিশ্রুতি খেলাপের ঘটনা দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে। বিশেষ করিয়া দেশের বেকাররা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হইতেছেন।বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।কিন্তু নির্বাচনের বৈতরণী পার হইয়া যাইবার পর তারা সেই সব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলিয়া যায়।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের কার্যকলাপ প্রতারণার শামিল।বেকার সহ জনসাধারণের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতারা এ ধরনের প্রতারণা করিলেও তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাইতেছে না।এটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

নির্বাচন উপস্থিত হইলেই নেতা-নেত্রীরা হরেক প্রতিশ্রুতি দিবেন, তাহা প্রায় আলো-বাতাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। শেষ অবধি তাঁহারা সেই প্রতিশ্রুতি রাখিবেন না, তাহাও একই রকম স্বাভাবিক। এই অন্যায় আচরণটি মানুষ অগত্যা মানিয়া লইয়াছেন বুঝিয়াছেন, ইহা কথার কথা। কয়জনইবা জানিতে চাহিয়াছেন, বৎসরে এক কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির কী হইল? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও একাধিক বার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। নেতারা যেমন কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেন, এবং ভাঙেন। মৌখিক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কোনও ফারাক খাতায়-কলমে প্রতিষ্ঠা করা মুশকিল, কারণ তাহাতে কোথাও কোনও আইনি অঙ্গীকার নাই। আইনি বিচারে মৌখিক প্রতিশ্রুতির মূল্য সম্ভবত কানাকড়িও হইবে না। কিন্তু, মানুষের মন এই ভাবে বিচার করে না। বহু সাধারণ মানুষই এখনও রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক দল বা তাহার নেতাদের পৃথক করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত নহেন। ফলে, অনেকেই ভাবিয়া লইতে পারেন জিতিয়া আসিলে সত্যিই কর্মসংস্থান করিবে। অর্থাৎ, যাহা বলিতেছে, মানুষের নিকট তাহা অনেক বেশি সত্যি হিসাবে প্রতিভাত হইতে পারে। তাহাতে লাভ বিলক্ষণ। সুতরাং, প্রচারকৌশল হিসাবে ইহা তাৎপর্যপূর্ণ, তাহাতে সংশয় নাই।প্রশ্ন হইল, তাহা নৈতিক কি না। ইহার মধ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার যে অনতিপ্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা রহিয়াছে, তাহা সম্ভবত সমাপতন হেন। নেতাদের মুখের কথার তুলনায় ইশতেহারের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। কেহ বলিতেই পারেন, যে জনগণের উপর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসক নির্বাচনের ভার ন্যস্ত, তাহা এমন বিবেচনাহীন হইবে কেন? নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমাত্রেই যে ভঙ্গুর, এবং এই ক্ষেত্রে যে দলের ফারাক নাই এই কথাটি মানুষ অভিজ্ঞতায় বুঝিবেন না কেন? নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিতে মানুষ বিশ্বাস করিবেন কেন?

প্রশ্নগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু, বেকারের পরিসংখ্যান জোগাড় করিবার পদ্ধতির মধ্যে যে সরকারি ভাবটি আছে, তাহা যে হেতু বহু মানুষের মনেই বিভ্রম সৃষ্টি করিতে পারে, অতএব তাহাকে পৃথক করিয়া দেখাই বিধেয়। শুধু মানুষের মন ভুলানো নহে, তাহাদের বিভ্রান্ত করিবার প্রচেষ্টাটিকেও পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা বিধেয়। বিশেষত, ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে বেকারত্বের সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি, কাঠামোগত এবং তীব্র। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সমস্যাটি কখনও রাজ্যের পিছু ছাড়ে নাই কোনও সরকারই তাহার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে পারে নাই। এমন একটি সমস্যাকে হাতিয়ার বানাইয়া রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। এই প্রচার আইনের গণ্ডি লঙ্ঘন করে কি না, তাহা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু, ইহা নৈতিকতার লক্ষ্মণরেখা পার করিয়াছে। মিথ্যা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের যে অন্যায়টি সব দলই করে তাহা অন্যায়তর। বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রত্যেক সরকারকেই সময় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। শুধুমাত্রর সরকারি চাকরীর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ বাহির করিতে হইবে।

## কমিশন একাই দায়ী এই জায়গাটায় আমি একমত নই : অধীর চৌধুরী

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : করোনায় কমিশনের ভূমিকা নিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশকে ঘিরে বিতর্ক চলছে বিভিন্ন মহলে। এই নির্দেশের সঙ্গে পূর্ণ সহমত পোষণ করলেন না প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। সোমবার এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতির পর্যবেক্ষক অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তবে নির্বাচন কমিশন রাজ্য-কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলেই ভোটের দিন ঠিক করেন। এ ক্ষেত্রে কমিশন একাই দায়ী এই জায়গাটায় আমি একমত নই। এত কিছুর পরও কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার উদাসীন থেকেছে।' প্রসঙ্গত, মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "সঠিক পদক্ষেপ না নিলে দরকার হলে ২ মে ভোট গণনা বন্ধ করে দেব। ভোট প্রচার যখন চলছিল, তখন আপনারা কি অন্য গ্রহে ছিলেন! আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কোভিড প্রোটোকল নিশ্চিত করতে পারেনি কমিশন। গণনার দিন কোভিড প্রোটোকল মানা নিয়ে কী ভাবছে কমিশন? ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা জানাতে হবে কমিশনকে।"

## প্রচন্ড ঝড়ে ডিমা হাসাওয়ে বাড়ির উপর ভেঙে পড়ল গাছ, নিহত চার বছরের শিশু

হাফলং (অসম), ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : ডিমা হাসাও জেলার দিয়ুংব্রাতে প্রচন্ড ঝড় ও বৃষ্টির তান্ডবে চার বছরের এক শিশু নিহত হয়। সোমবার সকালে ডিমা হাসাও জেলার দিয়ুংব্রাতে প্রচন্ড ঝড় ও শিলা বৃষ্টি দরুন এ দিয়ুংব্রার বিভিন্ন অঞ্চলে বড় বড় গাছ ও বিদ্যুতের খুটি ভেঙে পড়ে এতে প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি পাশাপাশি দিয়ুংব্রা এলাকার লুংরি গ্রামে একটি বাড়ির উপর তুফানের দরুন প্রকাণ্ড গাছ ভেঙে চার বছরের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। জানা গেছে, ঝড়ের তান্ডবে ঘরের উপর গাছ ভেঙে পড়ার দরুন দিয়ুংব্রা সেইন্ট জেবিয়ার্স ইংলিশ স্কুলের নার্সারির ছাত্র লিপসন কেন্প্রাই নামের চার বছরের এক শিশু নিহত হয়। বাড়ির গাছ ভেঙে পড়ায় ঘটনা স্থলেই মৃত্যু ঘটে ওই চার বছরের শিশুর। এদিকে আজ সকালে ঝড়ের তান্ডবে দিয়ুংব্রা এলাকায় বড় বড় গাছ ভেঙে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে পড়ে। এমনকি ঝড়ের তান্ডবে দিয়ুংব্রা এলাকায় বিদ্যুতের খুটি ভেঙ্গে পড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

## মুখে মাস্ক না থাকায় হলদিবাড়িতে গ্রেফতার ১৫ জন

হলদিবাড়ি, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার বাড়বাড়ন্তে মাস্ক পড়ার ওপর জোর দিয়েছে প্রশাসন। সোমবার কোচবিহারের হলদিবাড়ি শহরজুড়ে পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। এদিন হলদিবাড়ি থানার আইসি দেবাশিস বসুর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এই অভিযান চালায়। শহরের ট্রাফিক মোড় থেকে বাজার চত্বর এমনকি যাত্রীবাহী গাড়িতেও অভিযান চালানো হয়। পথ চলতি মানুষ, ক্রেতা, বিক্রেতা কাউকে ছাড় দেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত,গত কয়েকদিন ধরে হলদিবাড়ি থানার তরফে সারাদিন হলদিবাড়ি শহরজুড়ে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। এরপরেও স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে নিত্যদিন হলদিবাড়ি বাজারে বেড়েই চলেছে ভিড়। তাই এমন অভিযান চালানো হচ্ছে বলে হলদিবাড়ি থানার আইসি দেবাশিস বসু জানান। তিনি আরও বলেন, 'এদিনের অভিযানে মহিলা সহ মোট ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

# কাগজের তৈরির চা কাপে তুফান তোলা বন্ধ করার সময় এসে গেছে

**নন্দগোপাল পাত্র**

রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভার ১, ০১,৯১৬টি বুথে ৭,৩২,৯৪,৯৮০ জন নির্বাচক আট পর্বের নির্বাচনে অংশ নেবেন। সুচারুরূপে জুড়ে নির্বাচন কমিশন ভোটকর্মীদের ট্রেনিং থেকে শুরু করে ভোট গণনা পর্যন্ত কয়েক লক্ষ কাগজের তৈরি চায়ের কাপ, সংখ্যায় কম হলেও প্লাস্টিকের কাপও ব্যবহার হবে। রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের ক্রমসূচিতে ব্যবহার করছে ওই কাপ প্লাস্টিক পরিবেশের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর তা আমাদের জানা। তবে প্লাস্টিকের কাপ থেকে গরম চায়ের সঙ্গে ছোট কণা বা মাইক্রোপ্লাস্টিক। যা লিভার, কিডনি, ফুসফুস ও হার্টের অসুখের সম্ভাবনা করে দেয়। প্লাস্টিকের সফল বিকল্প সেজে অনেকদিন আগেই জায়গা করে নিয়েছে কাগজের কাপ। কিন্তু যে হারে এখন সেই পেপার কাপ ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে ঘুম উড়েছে বিশেষজ্ঞদের।

গত নভেম্বরে খড়গপুর এর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি''র এক গবেষণা দলের বিজ্ঞানী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সুধা গোয়েল এবং এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দুই গবেষক বেদ প্রকাশ রঞ্জন ও অনুজা জোসেফ জানিয়েছেন, প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত কাগজের কাপে গরম চা বা অন্য গরম পানীয় খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত নয়। নামে কাগজের কাপ হলেও ওই কাপকে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য পলিইথিলিনের তৈরি হাইড্রোফোবিক ফিল্ম নামক প্লাস্টিকের পাতলা স্তর দেয়া থাকে। ওই স্তর গরম চায়ের স্পর্শে ছোট ছোট উপাদানে ভেঙে যায়। বিজ্ঞানী গোয়েল জানিয়েছেন ১০০ মিলি লিটার গরম (৮৫-৯০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) পানীয় থেকে পনের মিনিটের মধ্যে প্রায় ২৫০০০ মাইক্রোপ্লাস্টিক রক্তে মেশে। দিনে চাঁপ ছয় কাপ চা খায়ার অভ্যাস অনেকেরই থাকে। হিসাব কষলেই বোঝা যায় কত বেশি তাঁদের শরীরে প্লাস্টিকের কণা ঢুকে পড়ছে আর তা সরাসরি রক্তে মিশছে। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক কণাগুলো দূষণক আয়ন, প্যালাডিয়াম, ক্রোমিয়াম এবং ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি ভারী ধাতুর বাহক হিসেবে কাজ করে এবং নানা ধরনের রোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্লাস্টিকে থাকা বিষাক্ত উপাদন বিসফেলন, ক্যানসারের অন্যতম কারণ।

> চুপিসারে পরিবেশেবান্ধব ভেবে যে কাগজের কাপ ব্যবহার করা হচ্ছে তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, সাধারণ মানুষ, পরিবেশকর্মী প্রত্যেককে সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এবং বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব মাটির ভাঁড় ব্যবহার করতে হবে।

বিশেষত মুখ ও গলার ক্যানসারের কারণ হতে পারে এই উদাপন। ওই বিষাক্ত পদার্থ একবার শরীরে ঢুকলে তা অন্ত্র অবধি পৌঁছে যেতে পারে। অতি ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের কণা সহজেই মিশে যায় রক্তে। সেখানে জমতে শুরু করে। সেই সঙ্গে বিসফেনল কোষে কোষে পৌঁছে যায়। ঘটাতে থাকে নানা সংক্রমণজনিত রোগ প্লাস্টিক উপাদান সরাসরি রক্তে মিশতে থাকলে পুরুষদের শুক্রাণুর পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে। মহিলাদের হরমোন ক্ষরণেও বাধা তৈরি করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্লাস্টিক। মহিলাদের ইস্ট্রোজেন প্লাস্টিকের পাতলা স্তর দেওয়া পসারে পরিবেশবাাব ভেবে হরমোনের কার্যকারিতা পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে ওই বিষাক্ত উপাদান।

এই নির্বাচনী মরসুমে কাগজের কাপে চা-কফি খাবার অভ্যাসকে রপ্ত করে নেওয়া থেকে বিরত থাততে হবে। কিন্তু কে কার কথা শোনো। কাগজের কাপে চা-কফি খাবার অভ্যাসকে বর্তমান প্রচন্ম পুরোদস্তর রপ্ত করে নিয়েছে। কাচের গ্লাস বা মাটির ভাঁড়ের বদলে বিকোচ্ছে পেপার কাপ। ঠিকই ধোয়াধুরির খাটনি নেই, আর পিরিবেশে মিশে যাওয়ার জেরেই ওই কাগজের কাপের একন চাহিদা বেশ। এই পরিস্থিতিতে দূষণ মোকাবিলার পুরনো পদ্ধতিগুলোও আর চলছে না। কফি বা অন্যান্য হট ড্রিংকের জন্য যে কাগজের কাপ ব্যবহার করা হবয়, সেগুলো ফেলে দেয়ার সময় এসেছে। তাই এবার নতুন কিছু ভাবতে হবে। আর বাজারে সেই নতুন কাপ আসছে। ম্যাক-ডোনাল্ড আর স্টারবাক্সের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হল নতুন ধরনের রিসাইকেলেবল কফি কাপ। প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালের গোড়াতেই। বিশ্বের প্রথম সারির উদ্ভাবকদের ডাকা হয়েছিল একটি প্রতিযোগিতার জন্য। প্রতিযোগিতার নাম ছিল নেক্সট-জেন কাপ। প্রত্যেকেই সেখানে কাপ,স্ট্র এবং লিড তৈরির জন্য কিছু অভিনব পরিকল্পনা জমা দিয়েছিল। আর সবদিক বিচার করে ১২ জন উদ্ভাবকের একটি দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বায়ো-পিবিএস লাইনিং দেওয়া বারে বারে ব্যবহারযোগ্য কাগজের কাপ ভ্যানু ভার, সিয়াটেল, সানফ্রান্সিস্কো এবং লন্ডনে তাদের

নিজস্ব বিপণীতে ব্যবহার সবে শুরু হয়েছে। ওই কাপ বাজারে আসতে আসতে ২০২২ গড়িয়ে যাবে। বায়ো-পিবিএস লাইনিং দেওয়া কাপের দাম সম্পর্কে বহুজাতিক সংস্থা পক্ষ থেকে জানানো হয়নি।

চুপিসারে পরিবেশবান্ধব ভেবে যে কাগজের কাপ ব্যবহার করা হচ্ছে তা শরীরের সাধারণ মানুষ, পরিবেশকর্মী প্রত্যেককে সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এবং বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব মাটির ভাঁড় ব্যবহার করতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# গান্ধী—সুভাষ সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকপাত করতে চেয়েছি

**সুগত বসু**

২১ জানুয়ারি প্রায় ৪৮ ঘণ্টা আগে, এলগিন রোডের নেতাজি ভবনে হাজির হয়েছিলাম। সে কী সাজো সাজো রব। উপলক্ষটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। আজ, ২৩ জানুয়ারি শিশিরকুমারে বসুর ব্রোঞ্জমূর্তির উদ্বোধান। তারই প্রস্তুতি চলছিল সেদিন।

একটা ব্যাপারে অবাক হয়েছিলাম, ভালও লেগেছিল। দু'দিন আগে থেকেই কত মুখের ভিন নেতাজির ভবনের আঙিনায়। বাচ্চার হাত ধরে অভিবাবকরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও বোঝাচ্ছেন নেতাজি-মহাত্ম্য। কেই সেলফি তুলছেন, চাইছেন ফোটোগ্রাফের সুবাদে বিরাট ইতিহাসের চলমান অংশ হয়ে যেতে। অনেকেই লাইব্রেরিতে ঘুরছেন। একজন তো এসেছেন সুদূর বাংলাদেশ থেকে। উদ্দেশ্য, চিকিৎসা করানো। কিন্তু হাতে কিছু বাড়তি সময় থাকায় সটান নেতাজি ভবনে হাজির। সুভাষচন্দ্র বসুর ইংরেজি বক্তৃতার বাংলা সংকলন আছে কি? এই তার জিজ্ঞাস্য। এই মুখর আবহে-ই পাওয়া গেল অধ্যাপক সুগত বসুকে। হাসিমুখে জানালেন, ব্যস্ততা তুঙ্গে। দশ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না। কিন্তু কথায়, আলোচনায় ধার্য সময় কখন যে পেরিয়ে গেল। উদ্ভাসিত হল বহুমুখী বাস্তবের আলো। যেসব বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশিষ্ট অধ্যাপক, তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হল।

গুজব রহস্যমানব ও নেতাজি নেতাজি সম্বন্ধে ঐতিহাসিত তথ্যের কথা যদি আমরা ভাবি, তাহলে পরিস্কার করে বলা যায় যে, বিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে নেতাজি সংক্রান্ত যেসব দলিল যেমন তার আলোকচিত্র ও ফিল্ম ফুটেজ, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর লেখা চিঠি— যা কিছু তিলে তিলে সংগ্রহ করা হয়েছে—সেগুলোই নেতাজি সম্বন্ধে সবচেয়ে বিশ্বাস্য তথ্য। সেগুলিই পড়া উচিত। বারবার পড়া উচিত। আমার বাবা

শিশিরকুমার বসু বলতেন, নেতাজি রহস্যমানব ছিলেন না। তাঁর জীবন ছিল একদম কাচের মতো পরিষ্কার, স্বচ্ছ। কিন্তু তাঁকে বারবার রহস্যমানব করে তোলার অপচেষ্টা হয়েছে। নেতাজি ও রহস্য এই দু'টি শব্দকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সচেতনভাবে। এমন অবস্থায় নেতাজির নিজের লেখা পত্র পড়তে হবে গভীর মনোযোগে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি জড়িত ছিলেন, এ কথা সুবিদিত। কিন্তু আজাদ হিন্দুস্তানের বিষয়ে তিনি বস্তুত কী চিন্তা পোষণ করতেন, তা তরুণ প্রজন্ম তখনই জানতে পারবে, যখন তাঁকে পুনঃ পাঠে আগ্রহী হবে। আজীবন সুভাষচন্দ্র বসু দু'টি বিষয়কে ভীষণ গুরুত্ব গিয়েছেন। এক ) সাম্য। দুই) সমানাধিকার। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক যেন সাম্য ও সমানাধিকার চর্চার সুযোগ পায়। তিনি কখনও বলেননি, একে অন্যকে সহ্য করতে হবে। বরং বলেছেন কালচারাল ইন্টিমেসি বা সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য-র কথা। অর্থাৎ দেশের প্রতিটি নাগরিককে অন্তর দিয়ে চিনতে হবে তাঁর সহ নাগরিককে। একে অপরকে ভালবাসতে হবে। আমরা যাদি তাঁর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রক্লেমেশনটি পড়ে দেখি, দেখব, শেষ বাক্যে ইক্যুয়াল রাইটস বা সামানাধিকারের কথা তিন তিনবার জোর গলায় বলেছেন। আর তাঁর জীবন যদি দেখি, তাহলেও শিক্ষণীয় উপকরণ পাব বইকি। আমার বাবা শিশিরকুমার বসু এই বাড়ি থেকে তাঁকে মোটরে করে নিয়ে গেলেন গোমো অবধি। কিন্তু পেশায়ারে কে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর জন্য? মিয়া আকবর শা । যিনি দেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের স্বাধীনতা সংগ্রামী। নেতাজি যখন ৯০ দিন ধরে ডুবোজাহাজে করে ইউরোপ থেকে এশিয়া এলেন, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহ, সেই সময় প্রথম কয়েক মাস তাঁর একমাত্র ভারতীয় সঙ্গীর নাম ছিল আবিদ হাসান। যখন আজাদ হিন্দ বাহিনী যুদ্ধ করল কোহিমায়, ফৌজের প্রথম ডিভিশনের সেনাপতির নাম ছিল মহম্মদ জামান কিয়ানি। সম্প্রতি মইরাং গিয়েছিলাম। এই মইরাংয়ে হিন্দ ফৌজের একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে হবে সিঙ্গাপুরে, তখন যাকে এটি তৈরি করার ভাব দিয়েছিলেন নেতাজি —তাঁর নাম কর্নেল সিরিল জন্য স্টেসি। চুম্বকে, প্রত্যেককে নিয়ে চলার এই যে আদর্শ, যাকে আমরা ইনক্লুসিভনেস বলি, তা নেতাজি কাজে করে দেখিয়েছিলেন

**জাতীয়তাবাদ ও নেতাজি**

নেতাজি যে দেশপ্রেমের কথা বলতেন, সেটা ছিল ভীষণ উদার। দেশপ্রেম বলতে তিনি বুঝতেন সেই ভালবাসা, যা আমাদের উৎসাহিত করবে একে অপরকে সেবা করতে। একই সঙ্গে যে দেশপ্রেম আমাদের অনুপ্রাণিত করবে সৃজনশীল হতে। যে জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ, আত্মমগ্ন ও স্বার্থপরতার দোষে দুষ্ট আর ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ—তাকে তিনি কখনও স্বীকৃতি দেননি।

তিনি জানতেন দেশপ্রেমের দুটো দিক থাকতে পারে। একটা দিক থেকে আমরা পেতে পারি উন্নতির আলো আর একটা দিক থেকে আমরা পেতে পারি বিভেদও কলহের বার্তা। অনেকেই নেতাজিকে দেশপ্রেমিক বলেন। তারা নিশ্চয় ঠিক বলেন, তবে এর সঙ্গে আরও দুটো কথা যোগ করতে হবে। তা হল নেতাজি ঐক্য ও সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন।

"হিজ ম্যাজেস্টি'স অপোনন্ট" ও নেতাজি আমার এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১১ সালে। সেটি যা ও যেমন ছিল, সেই আকারেই আবারও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে আমাকে বলা হয়েছিল নতুন একটি 'ইন্ট্রোডাকশন' বা 'ভূমিকা' লিখতে। ২০১১-'২০। মাঝের এই ক'বছরে আবিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমি সাংঘাতিকাভে বদলেছে ও প্রভাবিত হয়েছে। উত্থান ঘটেছে সেই দক্ষিণপন্থী শক্তির, যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত তো বটে, কিন্তু স্বভাবে ও প্রকরণে খুবই স্বৈরাচারী। এটা সারা পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, হাঙ্গেরি, তুরস্ক এমনকী এই ভারতেও তার দেখা মিলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজির জীবনদর্সন কীভাবে নতন প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে পারে, তা নিয়ে কিছু লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়েছে। ভূমিকায় সেটাই তুলে ধরেছি।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

# অনুব্রতকে সিবিআই তলব

বোলপুর, ২৬এপ্রিল ( হি. স.) : গোরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রতকে সিবিআই নোটিশ পাঠাতেই রাজ্য রাজনীতি গরম। তবে সপ্তম দফা ভোট চলাকালীন এই নোটিশ ঘিরে অনেকেই রাজনৈতিক চরিতার্থতাকে দুষছেন। গত শনিবার বোলপুরে এসেই আয়কর দফতরের নোটিশ দিয়ে নজরবন্দী করা প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডলকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এদিন জেলায় দুটি জায়গায় প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন অনুব্রত। তার মাঝেই অনুব্রতকে সিবিআই নোটিশ।

জানা গেছে, গরুপাচারকারী এনামুলকে জেরায় অনুব্রতের নাম উঠে আসতেই এই তলব সিবিআইয়ের। মঙ্গলবার তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগেই সম্পত্তি নিয়ে আয়করের নোটিশ দেওয়ার পরই নির্বাচনের মধ্যেই দ্বিতীয় নোটিশ অনুব্রতকে। এবার সিবিআইয়ের নোটিস। আয়করের নোটিশের ক্ষেত্রে হাতে সময় থাকলেও, এবার জোর তলব। জেলায় অষ্টম দফা ভোটের মুখে অর্থাৎ কালকে দেখা করতে বলে অনুব্রতকে ঘরে বেঁধে রাখার কৌশল কিনা তা আগামীকাল জানা যাবে। তবে এব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন অনুব্রত। যদি তিনি আগামী কাল নিজাম প্যালেসে যান, সেক্ষেত্রে জেরার মুখে এবং তারপর কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তার দিকে তাকিয়ে গোটা রাজ্য। যদিও, এখনই ভোটের আগে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে বীরভূম জেলার বড় গরুর হাট ইলামবাজারের সুখ বাজার গরুর হাট। এই গরুর হাট থেকে প্রচুর গরুর পাচার হয় জেলার বিভিন্ন হাটে এমনকি বিদেশেও। ইলাম বাজার,নানুর, মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশে গরু পাচারের একটি চক্র অনেকদিন ধরেই মৌরুসী পাটা চলতো। এর সাথে সোনা পাচারের মত অবৈধ কারবার যুক্ত ছিল। রাজ্যে গোরু পাচার নিয়ে কয়েক মাস ধরেই তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, গোরু পাচারকারী এনামুলকে গ্রেফতার করার পর বীরভূম জেলার বহু তথ্য উঠে আসে সিবিআই অফিসারদের হাতে।

উঠে আসে তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের নামও। গোরু পাচারে তদন্তের স্বার্থে নোটিস দিয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছে অনুব্রতকে। কালকেই তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৯এপ্রিল অষ্টম দফায় বীরভূম জেলার ১১ টি বিধানসভায় নির্বাচন। তার আগেই অনুব্রতকে তলব সিবিআইয়ের। তার আগে এই তলবকে তৃণমূলের তরফে সিবিআইকে বিজেপির হাতের পুতুল বলে কটাক্ষ করা হয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# করোনা আবহে মাদ্রাস হাইকোর্টের ভর্তনার মুখে নির্বাচন কমিশন

চেন্নাই, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): দেশের করোনার বাড়বাড়ন্তের জন্য সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট পর্বের মধ্যেই দেশে হু হু করে বৃদ্ধি পেয়েছে করোনা সংক্রমণ। এর জন্য মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। কমিশনের আইনজীবীর উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনার প্রতিষ্ঠান একা দায়ী করোনার এই দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য। আপনাদের অফিসারদের খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা উচিৎ"।

দেশে যখন করোনার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী তখন চারটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে কমিশন। নির্ঘণ্ট প্রকাশের দিন কমিশন জানিয়েছিল, কোভিড বিধি মেনে ভোট পরিচালনা করা হবে। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টো ছবি চোখে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলির জনসভা, ব্যালিতে মানুষের থিকথিকে ভিড়। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও জনসভাগুলিতে মানুষের ভিড় দেখে উচ্চ প্রশংসা করেন। কিন্তু সেই ভিড়ই বিপদ ডেকে আনে। দ্রুত ছড়াতে থাকে করোনা। সংক্রমণ বাড়ছে দেখেও কেন কমিশন হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে নাগরিক সমাজ। অনেক পরে ঘুম ভাঙে কমিশনের কর্তাদের। তখন রাজনৈতিক দলগুলির জনসভা, প্রচারে রাশ টানেন তাঁরা। কিন্তু ততদিনে ভারতে দৈনিক সংক্রমণ প্রায় তিন লাখ ছুঁইছুঁই। করোনায় আক্রান্ত হতে শুরু করেন প্রার্থীরা। বেশ কয়েকজন প্রার্থীর মৃত্যুও হয়।মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেন । এদিন মাদ্রাস হাইকোর্টের তরফে কমিশনকে তোপ দেগে বলা হয়, ''যখন রাজনৈতিক সভাগুলি চলছিল, তখন কি আপনারা অন্য গ্রহে ছিলেন?'' এরপর আদালতের তরফে বলা হয়, ''জনসাধারণের স্বাস্থ্য সবথেকে বেশি গুরুত্বের বিষয়। এটা দুঃখের যে সাংবিধানিক সংস্থাকে এই কথাটি মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে। জনগণ বাঁচলে তবেই না তারা তাদের অধিকার উপভোগ করবে। এখন বাঁচার লড়াই চলছে। এছাড়া বাকি সবকিছু পিছনের সারিতে থাকবে।''

এদিন মাদ্রাস হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে করোনা বিধি লাগু করে পদক্ষেপ নিতে হবে। নজিরবিহীন হুঁশিয়ারি দিয়ে হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে দেয়, এখনই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ না নিলে ২ মে-এর ভোট গণনা বন্ধ করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি কমিশনকে তোপ দেগে হাইকোর্টের তরফে বলা হয়, আপনাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা উচিত। তাছাড়া আদালতের বক্তব্য, ''কোনও ভাবে যদি ভোট গণনা করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করে তাহলে তা অবিলম্বে পিছিয়ে দেওয়া উচিত। নিয়ম মেনে গণনা হোক অথবা তা পিছিয়ে দেওয়া হোক।'' পাশাপাশি ৩০ এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানাতে হবে যে ভোট গণনার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

# মাদ্রাজ হাইকোর্টের হুঁশিয়ারিকে স্বাগত জানালেন চিকিৎসকদের অনেকে

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : মাদ্রাজ হাইকোর্টের কমিশনকে তুলোধনাকে স্বাগত জানালেন চিকিৎসকদের অনেকে।

করোনার সংক্রমণ আতঙ্কে রেখেছে গোটা দেশকে। সঠিক পদক্ষেপ না করলে ২ মে ভোট গণনা বন্ধ, কমিশনকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে মাদ্রাজ হাইকোর্ট। চিকিৎসক কুণাল সরকার জানালেন, এই রায়কে সর্বতোভাবে সমর্থন করেন তিনি। তিনি বললেন, """" চাইলে নির্বাচন কমিশন আমাদের রাজ্যে ২৯৪ টা পর্যায়েই ভোট করাতে পারত, কিন্তু যেখানে মার্চ মাসেই করোনার দ্বিতীয় কেউ ধাক্কা দিয়েছে, তখন সেই পরিস্থিতিতে কী করে একের পর এক মিটিং-মিছিল এই রাজ্যে হল ! নির্বাচন কমিশন অনুমতি কীভাবে দিল ?"""" প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

সেই সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক দলগুলিকেও দোষারোপ করেছেন একের পর এক প্রচারসভা করে যাওয়ার জন্য। ডা. সরকার বলেন, """" শুধু নির্বাচন কমিশন নয়, কোনও রাজনৈতিক দলই এই অভিযোগ থেকে গা বাঁচিয়ে যেতে পারবে না। তারাই বা কী করে এটা করল? চিকিৎসক হিসেবে আমি মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের কাছে কৃতজ্ঞ। ভোটের প্রচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে করোনা পরিস্থিতি হয়ত অন্যান্য রাজ্যের থেকে আরও খারাপ হবে।"""" মন্তব্য কুনাল সরকারের।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের কমিশনকে তুলোধনা প্রসঙ্গে মন্তব্য চিকিৎসক দীপ্তেন্দ্র সরকার বলেন, ''একজন নাগরিক হিসাবে আমি কমিশনের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু চিকিৎসক হিসাবে এই রায়কে ঐতিহাসিক বলব। কারণ, আমাদের পিঠ প্রায় দেওয়ালে এসে ঠেকেছে। এখন প্রার্থীরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। মারা যাচ্ছেন। এই অবস্থায় একটা জিনিসকেই খালি অগ্রাধিকার দিতে হবে, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য। এমন রায় যদি আমাদের সাতটা দিন বাঁচাতে পারে তবে আমরা বেঁচে যাব, রায়কে আমি স্বাগত জানাচ্ছি''। করোনা নিয়ে এই নির্দেশের বিষয়ে চিকিৎসক শুভ্রজ্যোতি ভৌমিক জানিয়েছেন, ''আমরা আগেও বলেছিলাম নির্বাচনের যে র‍্যালি বা জমায়েত হচ্ছিল, মানুষ মাস্ক পরছিল না, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছিল না। সেই সময় মাননীয় নির্বাচন কমিশন কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। মাত্র যখন ২টো দফা বাকি তখন তারা নড়েচড়ে বসেছে। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মার্চ মাস থেকেই র‍্যালি বা জমায়েত বন্ধ করা উচিত ছিল। আমি মাদ্রাজ হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি।''

গত ২২ এপ্রিল একটি মামলার শুনানি চলাকালীন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে কলকাতা হাইকোর্টও। এদিন প্রধান বিচারপতির এজলাসে শুনানি চলছিল। করোনার সময়ে প্রচার বন্ধের মামলায় চূড়ান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'কমিশনের চূড়ান্ত ক্ষমতা তাও তার কোনও ব্যবহার নেই। এই সময় টি এন সেশনের দশ ভাগের একভাগ করে দেখাক কমিশন।' আদালতের প্রশ্ন, 'একটা সার্কুলার দিয়ে জনগণের ওপর সব ছেড়ে দিয়েছে কমিশন। পুলিশ, ক্যুইক রেসপন্স টিম সব আপনাদের আছে। 'তাও কেন সেসবের ব্যবহার করছেন না?'হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

# মরণোত্তর অস্কার পেলেন ফ্যাশন ডিজাইনার ভানু আথাইয়া ও অভিনেতা ইরফান খান

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : অস্কারের 'ইন মেমোরিয়াম' বিভাগে পুরস্কৃত হলেন প্রয়াত অভিনেতা ইরফান খান। শুধু ইরফান নন, তালিকায় ছিলেন ভারতের প্রথম অস্কারজয়ী ফ্যাশন ডিজাইনার ভানু আথাইয়াও।

ভারতীয় সময় অনুযায়ী রবিবার মধ্য রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল ৯৩তম অস্কার। বিশ্বখ্যাত প্রয়াত শিল্পীদের সম্মান দেওয়া হয় অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার্স অ্যান্ড সায়েন্সেসের 'ইন মেমোরিয়াম' বিভাগে। এবারে সেই বিভাগে নাম উঠল দুই ভারতীয়র। স্মরণ করা হল প্রয়াত অভিনেতা ইরফান খান এবং ভানু আথাইয়াকে।

গত বছর চলচিত্র জগতকে শোকস্তব্ধ করে চলে যান অভিনেতা ইরফান খান। শুধু ভারতীয় ছবিই নয়, একাধিক হলিউড ছবিতে কাজ করে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছেন তিনি। 'জুরাসিক ওয়ার্ল্ড', 'লাইফ অব পাই', 'অ্যামেজিং স্পাইডার ম্যান', 'ইনফার্নো', 'আ মাইটি হার্ট'-এর মতো ছবিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ক্যান্সারের সঙ্গে দু'বছর লড়াই করার পরে গতবছর এপ্রিল মাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এই দুই প্রয়াত ব্যক্তিত্বকেই স্মরণ করা হল অস্কারের মঞ্চে।

ভানু আথাইয়া ১৯৮৩ সালে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস জিতেছিলেন রিচার্ড অ্যাটেনবরো পরিচালিত ছবি 'গান্ধী'র পোশাক পরিকল্পনার জন্য। গত বছর অক্টোবর মাসে প্রয়াত হন ভানু। মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত ছিলেন। পরে নিউমোনিয়া হয়েছিল। বলিউডের একাধিক কালজয়ী ছবিতেও কাজ করেছেন তিনি। সেগুলির মধ্যে 'সিআইডি', 'পিয়াসা', 'কাগজ কে ফুল', 'সাহেব বিবি অওর গুলাম', 'তিসরি মঞ্জিল, 'লেকিন', 'লগান' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

# দেশে অক্সিজেন নেই, টিকা নেই, ওষুধ নেই, কী করে আত্মনির্ভর হবে ভারত? : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : "শিল্পক্ষেত্রের অক্সিজেন নিয়ে ৫০০০ অক্সিজেনের ব্যবস্থা করেছি। মোদী আত্মনির্ভর হতে বলছেন। এদিকে দেশে অক্সিজেন নেই, টিকা নেই, ওষুধ নেই, কী করে আত্মনির্ভর হবে ভারত?"

সোমবার মিনার্ভা থিয়েটারে ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে এই মন্তব্য করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের অভিযোগ করলেন, আমাদের অক্সিজেন অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এর সঙ্গে শেষ নির্বাচনী প্রচার সারলেন তিনি।

সোমবার সপ্তম দফার ভোট ছিল রাজ্যে। এর মধ্যে কলকাতার মমতার নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরেও ভোট ছিল। সম্মেলন সেরে ভোট দিতে যান মমতা। তার আগেই শেষ প্রচারেও নির্বাচন কমিশনকে 'বিজেপির মুখপাত্র' বলে কটাক্ষ করলেন মমতা। কমিশনকে কটাক্ষ করে মমতার তোপ, "আপনারা বিজেপির ময়না, বিজেপির আয়নায় পরিণত হয়েছেন।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কোভিডের জন্য ভয় পেয়ে ভোট দেওয়া বন্ধ করবেন না। তাতে গণতন্ত্রের ক্ষতি হবে। বিজেপির লাভ হবে।" বললেন, "আমাদের এখন দু'দিকেই জ্বালা। একদিকে কমিশন সব জায়গা দখল করে রেখেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী কলেজ, স্কুল, স্টেডিয়াম সব দখল করে রেখেছে। তার জন্য আমি সেফ হাউস করতে পারছি না। একদিকে কোভিড, অন্যদিকে আমাদের উপর জুলুম হচ্ছে।"

অনুব্রত মণ্ডলের বাড়িতে সিবিআইয়ের কর্তার যাওয়া নিয়ে অভিযোগ জানালেন মমতা। বললেন, "বিজেপি এত ভীতু যে কেষ্টর বাড়িতে গিয়েছিল। দু'জন সিবিআই কর্তা গিয়ে বলেছে ২৭ এপ্রিল হাজিরা দিতে হবে। যেন ওর কোনও কাজ নেই। রাজ্যে ভোট চলছে। ও জেলা সভাপতি। ওকে এখন হাজিরা দিতে হবে?" অনুব্রতকে হাজিরা দিতে বারণ করেছেন বলে জানিয়েছেন মমতা। বললেন, " আমি ওকে বলেছি একদম যাবি না। ভোট মিটলে তারপর যাবি।"

মমতা বলেন, "আমি বলেছিলাম বদলা নয় বদল চাই। কিন্তু এখন বলছি বদল নয়। কারণ আমাদের সরকারই তো থাকবে। তবে বিজেপি-র সঙ্গে কী করতে হবে সেটা আমরা দেখে নেব। আমি বলে রাখছি, মা মাটি মানুষের সরকার সম্পূর্ণ মেজরিটি নিয়ে জিতবে। নন্দীগ্রামে ১০টা বুথে রিগিং হয়েছে। তাই ওই ১০া বুথে ফল খারাপ হতে পারে। কিন্তু বাকি সব বুথে ধপাস ধপাস করে পড়বে ওরা"।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী এখানে এসে জায়গা দখল করেছে। তিন মাস ধরে ওদের এখানে এনে জায়গা ভরিয়ে রেখেছে বিজেপি। ওদের জন্য এই করোনা পরিস্থিতিতেও সেফ হাউস করতে পারছি না। কমিশনকে আমার অনুরোধ, দয়া করে এদের নিয়ে যান।" মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ভেবেছিলাম হয়তো নির্বাচন কমিশনের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। কিন্তু হয়নি। একটা লিস্ট করেছে নির্বাচন কমিশন কলকাতা পুলিশকে দিয়ে। তাতে 'তৃণমূল গুনস' মানে তৃণমূলের গুণ্ডা বলে উল্লখ করছে ওরা। তাদের গ্রেফতারির তালিকাও করেছে। এসব আমরা সহ্য করব না।"

## মঙ্গলবার রাত থেকে ১৪ দিনের কার্ফু জারি কর্ণাটকে

বেঙ্গালুরু, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : কর্নাটকে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির ফলে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দু''সপ্তাহের কার্ফু জারি করল কর্ণাটক সরকার। মঙ্গলবার রাত ৯ টা থেকে শুরু হচ্ছে এই কার্ফু। সোমবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়াদুরাপ্পা জানান, আগামীকাল মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যে জারি হচ্ছে কার্ফু। আগামী ১৪ দিন কোনও কোনও পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র নির্মাণ শিল্প, কৃষিক্ষেত্র এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য সকাল ৬টা থেকে সকাল ১০ পর্যন্ত দোকান খোলা থাকবে। তারপর থেকে সমস্ত দোকান বন্ধ থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন। ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে দেশের করোনা পরিস্থিতি। করোনা ঝড়ে দেশজুড়ে বেলাগাম সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায় এই রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪ হাজার জন।এই প্রথম দেশে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে ৩ লাখের গণ্ডি পার করল। একদিনে মৃতের সংখ্যা ৩ হাজার ছুঁইছুঁই। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লাখ ৫২ হাজার ৯৯১ জন। একদিনে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৮১২ জনের।

# তৃণমূলের এজেন্টের টুপিতে মমতার ছবি, কমিশনে নালিশ অগ্নিমিত্রার

আসানসোল, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দক্ষিণে তৃণমূলের পোলিং এজেন্টের টুপি খুলে নিলেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। টুপি খুলে নেওয়ার কারণ হল-ওই টুপিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ছিল। আসানসোল দক্ষিণের ভক্তারনগর হাইস্কুলের বুথের ঘটনা। একইসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পাল অভিযোগ করেছেন, মমতার ছবি দেখিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করা হচ্ছে। সোমবার সকাল থেকে আসানসোল দক্ষিণের বিভিন্ন বুথ পরিদর্শনে বের হন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। আসানসোল দক্ষিণের ভক্তারনগর হাইস্কুলের বুথের ভিতরে প্রবেশ করে তৃণমূলের এজেন্টের মাথা থেকে টুপি খুলে নিলেন তিনি। এই ঘটনায় বুথের ভিতরে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তৃণমূলের ওই এজেন্টের মাথায় টুপিতে মমতা ব্যানার্জির ছবি ছিল। আর তা নিয়েই আপত্তি তোলেন বিজপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। বুথের ভিতরেই বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল কর্মীরা। বুথ থেকে অগ্নিমিত্রা পাল যখন বেরোন তখন তাঁর হাতে ছিল ওই টুপি। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল। অগ্নিমিত্রা জানিয়েছেন, 'নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, দলীয় প্রতীক অথবা কোনও রাজনৈতিক নেতার ছবি থাকবে এমন কিছু পরা যাবে না। এটা মমতার কৌশল। তিনি জেনে গিয়েছেন, জনগণ তাঁকে আর ভোট দেবে না। তাঁর সময় হয়ে গিয়েছে। এজেন্ট বলছেন তিনি কিছুই জানেন না। আমি অভিযোগ জানাবো।' ওই বুথের প্রিসাইডিং অফিসারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অগ্নিমিত্রা।

# সংক্রমণ রুখতে মরিয়া প্রশাসন, মাস্ক না পরায় নদিয়ায় গ্রেফতার ১২৯

নদিয়া, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : একুশের হাড্ডাহাড্ডি নির্বাচন পর্বে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে। প্রতিদিন হু হু করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। একই সঙ্গে বেড়ে চলেছে মৃত্যুর সংখ্যাও। এরকম পরিস্থিতিতেও এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করার প্রবণতাও বেড়েছে। রাজ্যের নির্দেশে বাধ্য হয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে। তাই, মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করতে নদিয়া জেলার পুলিশ জেলাজুড়ে ব্যাপক অভিযান শুরু হয়েছে।সোমবার পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ ১২৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। জেলার প্রত্যেকটি থানাতেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে। মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বেরতে দেখলেই অমান্যকারীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। কৃষ্ণনগর জেলার পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, জেলাজুড়ে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করতে অভিযান চলছে। মাইকিং করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে। আগামী দিনেও এভাবেই অভিযান চলবে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৩ এপ্রিল রাজ্যের তরফে পুলিশকে এগারো দফা বিষয়ে কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনবহুল এলাকায় মাস্কের ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ববিধি বাধ্যতামূলক। প্রতিটি সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান,

বাজার কমপক্ষে সপ্তাহে একদিন স্যানিটাইজা করতে হবে। শপিং মল, বড় বাজার কিংবা দোকানে প্রবেশ ও বাহির পথে থার্মাল গান দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করার ও স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পঞ্চাশ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ করতে হবে। অথবা, কর্মীদের কাজের শিফটে ভাগ করে দিতে হবে। সুইমিং পুল, খেলার মাঠেও সামাজিক দূরত্ব বৃদ্ধি সহ সমস্ত প্রোটকল মেনে চলতে হবে। অমান্য হলে ভারতীয় সংবিধানের ধারা ১৮৮ মহামারী আইন ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা আইন অনুযায়ী গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, করোনার জেরে লকডাউনের সময় পুলিশ প্রতিদিন মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করতে অভিযান চালায়। কিন্তু, লকডাউন উঠে যাওয়ায় সেই কাজে অনেকটা শিথিলতা আসে। তার জেরে বাসিন্দাদের একাংশ মাস্ক না পরেই বাইরে বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টানা ভোট পর্বেও একই চিত্র দেখা গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনা ঠেকাতে মাস্ক পরা অন্তত জরুরি। তার সঙ্গে শারীরিক দূরত্ববিধি মেনেও চলতে হবে। কিন্তু, একশ্রেণীর মানুষের অসচেতনতার ফলে অন্যরা বিপাকে পড়ছেন বলে দাবি। তাই মাস্ক পরার ক্ষেত্রে পুলিশের এই অভিযানকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন সচেতন নাগরিকরা। হিন্দুস্থান সমাচার /

# তৃণমূলের একাংশই এখন হিন্দুত্ববাদীদের দিকে ফলে বামের ভোট ফের ঘরে ফিরলেই স্বস্তি পাবেন মন্ত্রী মশাই

হেমাভ সেনগুপ্ত

রামপুরহাট, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : প্রতিদিনের মতই গাঁয়ের দোকানের দাওয়ায় একে একে এসে জড়ো হযেছে। আড্ডা চলছে। দাওয়ায বসে গাঁয়ের তৃণমূলের মেম্বরের স্বামী নারু মালও। দাদা এবার ভোটে কি হবে ? উত্তর, "খুবই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।" কেন তৃণমূলের এত 'উন্নয়ন' কি হল ? উত্তর, "উন্নয়ন তো হয়েছে। কিন্তু মানুষের মনে ক্ষোভও রয়েছে।" তারপরই বেরোলো আসল কথা, "পঞ্চায়েত ভোট না হওয়ায় মানুষের ক্ষোভ সব চেয়ে বেশি। অনেকেই আমাদের সাথে ঘুরছে। কিন্তু তলায় তলায় বিজেপি'র সাথে।এটাই চিন্তার। "

আলোচনার মাঝেই বাইক হাঁকিযে হাজির হলেন ডাকাবুকো এক ব্যক্তি। সবাই সমঝে উঠলেন, পরিচয় জানা গেল উনি পরেশ চ্যাটার্জী। এই অঞ্চলে তৃণমূলের সর্বেসর্বা। নিজেই বললেন, 'আমি জেলা কমিটির সদস্য।' তার কথাতেই একদা গোটা পঞ্চায়েত চলত।কিন্তু ইদানিং ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। পঞ্চায়েতের রাশ গিয়েছে এক সংখ্যালঘু নেতার হাতে। মেম্বরের স্বামী যা যা বলেছে তা শুনেই মেম্বরের স্বামীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে নেতা পরেশের উত্তর, "ও রাজনীতির কি বোঝে। ওর কোনও দাম আছে নাকি। ও আজ আছে কাল নেই।ভোট হয় নি তাই, আমি মেম্বার করেছি। "

গ্রামটির নাম চিতুরি। রামপুরহাট বিধানসভার বনহাট পঞ্চায়েতের অন্যতম বড় গ্রাম। এই পঞ্চায়েতেই খরমাডাঙ্গা গ্রাম।চিতুরি থেকে মাত্র আড়াই কিলোমিটার দূরে। খরমাডাঙ্গা মানে সেই 'ঘর ওয়াপসি'র গ্রাম। যেখানে বছর পাঁচেক আগে নির্বিঘ্নে যাগযজ্ঞ করে ঘর ওয়াপসি করেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। শতাধিক খ্রীষ্টান আদিবাসীকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এখন সেখানেই পেল্লাই আখড়া বানাচ্ছে ভিএইচপি। তৈরী হয়েছে বিশালকার মানব সেবা ভবন। যেখানে হবে গোশালা, হিন্দুত্বের 'আদর্শ' পাঠের বিদ্যালয়, আরাধনা স্থল, ছাত্রাবাস, প্রার্থনা কক্ষ। নাম দেওয়া হয়েছ 'মানব সেবা প্রতিষ্ঠান।

খমডাডাঙা গ্রামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আখড়া করা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা পরেশ চ্যাটার্জীকে। কোনও রাখঢাক না করেই উত্তর দিয়েছেন, "বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পারমিশন নিতে এসেছিল। আমিই তো প্রধানকে দিয়ে পারমিশন করে দিয়েছিলাম। এলাকায় প্রতিষ্ঠান হবে। উন্নয়ন হবে। স্কুল হবে। আপত্তি করব কেন। বিজেপি করব না ঠিকই কিন্তু আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কাজে আপত্তি নেই আমার।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, আসলে একদা তৃণমূলের আদি নেতারাই এখন বিজেপি মুখী। কারন একদিকে শাসক দলের সংখ্যালঘু তোষন। তাই আদি তৃণমূলের নেতারা তলায় তলায় ভিড়েছে বিজেপির দিকে। ফলে ঘরেই ভাঙন ধরেছে শাসক শিবিরে।

বনহাট পঞ্চায়েত ১৯৯৮সাল থেকেই তৃণমূলের দখলে। দু-দুবার সেই পঞ্চায়েত তৃণমূল চালিয়েছে বিজেপি'র সাথে জোট করেই। তৃণমূলের একচেটিয়া দখলের এলাকাই এখন গড় হয়ে উঠেছে ভিএইচপি'র। তাই তো রামপুরহাটের বিজেপি প্রার্থী শুভাশিস চৌধুরী গলায় শোনা গেছে, "এলাকায় তৃণমূলকে ভেঙে দিয়েছি।" ২০০০ সাল থেকে টানা রামপুরহাট পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের বিজেপির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি শুভাশীষ চৌধূরী। এলাকায় খোকন নামেই পরিচিত তিনি। এবার তার বিরুদ্ধে প্রার্থী শাসক দলের দুবারের মন্ত্রী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এলাকার অন্যতম জনপ্রিয় নেতা। গত দশ বছরে রামপুরহাটের বহু উন্নয়নের কারিগর তিনি। ফলে ভোট যুদ্ধে শুরু থেকেই বেশ খানিকটা এগিয়ে লড়াই নেমেছেন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ। অন্যদিকে নবাগত সঞ্জীব বর্মণ সংযুক্ত মোর্চার বাম প্রার্থী। দীর্ঘদিনের সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য ও ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা দাপুটে রাজনৈতিক নেতা। বাম ও রাম দুই প্রার্থী প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া নিজেদের পালে টানতে ব্যস্ত।তবে রামপুরহাট বিধানসভার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটি তা হল রামপুরহারটার পুরসভার পাঁচ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুই যুযুধান প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের আশীষ বন্দোপাধ্যায় ও বিজেপি প্রার্থী শুভাশীষ চৌধুরী। দুজনেই ভোট রাজনীতিতে দীর্ঘদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থী।

বিজেপি প্রার্থী শুভাশীষবাবুর দাবি, ৫নং ওয়ার্ডে শুধুমাত্র একটিবার ছাড়া প্রতি নির্বাচনে এই ওয়ার্ডে শাসকদল পরাজিত করে তিনি জয় লাভ করেছেন।পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬ সালে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দুধ কুমার মণ্ডল পান ২৫, ৪৮০ ভোট। অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় পান ৮৫, ৪৩৫ ভোট। কংগ্রেস প্রার্থী সৈয়দ সিরাজ জিম্মি পান ৬৪, ২৩৬ ভোট। কিন্তু হিসাব উল্টে ২০১৯ সালে রামপুরহাট বিধান সভায় প্রায় ১৪ হাজার ভোটে লিড দেয় রামপুরহাট। এবার তার কতটা প্রভাব পরবে তা অবশ্য সময় বলবে। তবে রামপুরহাট বিধানসভার চার টি পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যে ধর্মীয় মেরুকরন বড় আকার নিযেছে তা গ্রাম ঘুরেই পরিস্কার। তবে সংখ্যালঘু তোষনের দোহাই দিয়ে বিজেপি প্রার্থী ভাঙছে তৃণমূলের ভোট। আর সিপিএম প্রার্থী প্রতিদিন গাঁয়ের পর গাঁ চষে বেড়াচ্ছে নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য। সাড়াও পাচ্ছেন একাধিক গ্রামে। পেরোচ্ছেন একের পর এক গৃহস্থের চৌকাঠ। সিপিএম প্রার্থী সঞ্জীব বর্মনের কথায়, 'আজ কে বিজেপি আর কে তৃণমূল তা বোঝা বেশ কষ্টসাধ্য।তবে মানুষের দরজায় পৌঁছতেই যে সাড়া পাচ্ছি তাতে আমাদের ভোট ফিরছে এটা নিশ্চিত।''রাজনৈতিক মহলের মতে শাসকদলের এখন বাঁচার অস্ত্র অবশ্যই বামে যে ভোট রামে গিয়েছিল তা বামে ফিরলেই স্বস্তি পাবেন মন্ত্রী মশাই।

# আসানসোলে তৃণমূল এজেন্টের মাথায় ''মমতা টুপি'', রেগে গিয়ে খুললেন অগ্নিমিত্রা

আসানসোল, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): আসানসোলে ভোটের দিন বুথের মধ্যেই মমতার ছবি সম্বলিত টুপি পরে বসে আছেন তৃণমূল এজেন্ট। যা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বিজেপি প্রার্থী আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। এজেন্টের মাথা থেকে টুপি খুলে নেন বিজেপি প্রার্থী। নির্বাচন কমিশনে তিনি অভিযোগ জানাবেন বলেও জানিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বক্তারনগর হাইস্কুলের একটি বুথে।

সপ্তম দফায় ভোটগ্রহণ হচ্ছে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রের বক্তারনগর হাইস্কুলের একটি বুথে। মাথায় নীল সাদা টুপি পরে দিব্যি বুথের ভেতর বসেছিলেন তৃণমূলের এজেন্ট। এতে অবশ্য আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অভিযোগ সেই টুপির উপরেই জ্বলজ্বল করছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। সোমবার বুথে পরিদর্শনে গিয়ে একেবারে হাতেনাতে সেই এজেন্টকে ধরে ফেলেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। মারাত্মক রেগে যান তিনি। তারপরই নয়নচাঁদ নামের ওই এজেন্টের মাথা থেকে টুপি খুলে নেন বিজেপি প্রার্থী।তবে এবিষয়ে তাঁর সোজাসাপটা উত্তর, তিনি এসব নিয়মকানুন ঠিক জানেন না। কিন্তু বুথে তো প্রিসাইডিং অফিসার কেন আগেই আপত্তি করেননি? এবিষয়ে তিনি বলেন, তাঁর শরীর ভালো নয়। তিনি এসব দেখেননি। কিন্তু কোনওভাবেই বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখতে নারাজ আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাবেন বলেও জানিয়েছেন।

অভিযোগ করে অগ্নিমিত্রা বলেন, "আমি বুথে ঢুকতেই আমার এজেন্ট আমাকে ঘটনাটি জানান। তৃণমূলের এজেন্ট নয়ন চাঁদ টুপি পরে বসেছিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে খুলে নিই। ওরা নাকি সর্বভারতীয় দল। ওরা কি জানে না, কমিশনের নির্দেশ বুথের মধ্যে কোনও দলের লোগো বা কোনও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর ছবি ব্যবহার করা যায় না। প্রিসাইডিং অফিসার নাকি দেখেননি। উনি নাকি অসুস্থ। এগুলো সব ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য করা হচ্ছে।" অগ্নিমিত্রা আরও বলেন, "আমি কমিশনে অভিযোগ জানাব। বার বার নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করার চেষ্টা করছে তৃণমূল।"

এই অভিযোগের জবাবে অগ্নিমিত্রার প্রতিপক্ষ তথা আসানসোল দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ বলেন, "বিজেপি প্রার্থীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে। উনি নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে পারছেন না বলে টুপি ছিঁড়ে ফেলছেন।"

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## সময় মতো খাবার খাওয়ার উপকারিতা

সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি খাবার খাওয়ার সময়সীমাও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সময় মতো খাবার খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।দেহ চক্র নিয়ন্ত্রণ করে: সঠিক পুষ্টি, উন্নত ঘুম চক্রে সুশৃংখল খাবার সময় ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং এগুলো মেনে চলা উচিত। এই অভ্যাসগুলোর মাধ্যমেই দেহ চক্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।তাই, দেহ চক্র সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক সময়ে খাবার খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।বিপাক বৃদ্ধি: খাবারের সময় সীমার ওপর শরীরের বিপাক হার নির্ভর করে।সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিপাক হার সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই এই সময়ে পর্যাপ্ত খাবার খাওয়া না হলে শরীর বিপাকের হার বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপাকের হারও হ্রাস পেতে থাকে। তাই রাত আটটার মধ্যে রাতের খাবার সম্পন্ন করা উচিত, এতে খাবার হজম হয় ঠিক মতো।বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশনে সহায়তা করে: খাবারের মাধ্যমে শরীর অনেক কিছু গ্রহণ করে।। শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশন করতে যকৃত সহায়তা করে। আর যকৃতের কার্যকারিতার ওপর খাবার গ্রহণের সময় সীমা প্রভাব রাখে। রাত ১০টা বা তার পরে খাবার খাওয়া হলে তা ঘুমের সময়ের কাছাকাছি হয়ে যায়। ফলে শরীরে চাপ সৃষ্টি হয় এবং যকৃত ঠিক মতো নিষ্কাশনের কাজ করতে পারে না। তাই এই প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে রাতে সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া জরুরি।তিন বেলার খাবারের মধ্যে আদর্শ বিরতি: খাবার ঠিক মতো হজম করতে শরীরের তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লাগে। তাই প্রতিবেলার খাবারের মাঝে চার ঘন্টার বেশি বিরতি রাখা উচিত নয়। এই বিরতি দীর্ঘ হলে অ্যাসিড সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। দুই বেলার খাবারের মাঝে নাস্তা হিসেবে হাল্কা কিছু বা ফল খাওয়া ভালো। তিন বেলার খাবারের মাঝে দুবার হাল্কা নাস্তা করা উচিত।খাবার গ্রহণের সঠিক সময়সীমাসকালের নাস্তা: বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার দুই ঘন্টার মধ্যে নাস্তা সম্পন্ন করা উচিত। অন্যথায়, বিপাক হার হ্রাস পায়। ঘুম থেকে ওঠার পর যত তাড়াতাড়ি নাস্তা করা হয় তা শরীরের জন্য তত বেশি উপকারি।দুপুরের খাবার: হজম ক্রিয়া সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে ভেলা ১২টা থেকে দুইটার মধ্যে। তাই, এই সময়ে দুপুরের খাবার খাওয়া হলে তা ভালোভাবে হজম হয় এবং পুষ্টি শরীরে শোষিত হয়। ফলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। রাতের খাবার: দুপুরের খাবারের সঙ্গে চার ঘন্টা বিরতি রেখে রাত আটটার রাতের খাবার মধ্যে সম্পন্ন করা উচিত। এছাড়াও, রাতের খাবার ও ঘুমের সময়ের মধ্যে কমপক্ষে দুই ঘন্টার বিরতি থাকা আবশ্যক।এতে হজম ও ঘুম ভালো হয়।

## পেট ফোলাভাব কমাতে এড়িয়ে চলবেন যেসব খাবার

পেট ফাঁপা খুবই বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক। এর পেছনে রয়েছে অনিয়িমিত খাদ্যাভ্যাস ও ভুল জীবনযাত্রা।এছাড়াও, বেশ কিছু খাবার পেট ফোলাভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে পেট ফোলাভাব এড়াতে যে সকল খাবার বাদ দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে জানানো হল।সাধারণত, গ্যাসের কারণে পেটে ফোলাভাব দেখা দেয়। এর ফলে পেট ব্যথা, ফাঁপা বা ঢেকুরের সমস্যা দেখা দেয়। অজীর্ণ খাবার ভাঙ্গনের ফলে বা খাওয়ার সময় বাতাস গ্রহণের ফলে পেট বায়ু জমে ও পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয়।পেট ফোলাভাবের অন্যতম কারণ হল অ্যাসিড সৃষ্টি, এছাড়াও অ্যান্টি ডায়াবেটিস আন্টিবায়োটিক ওষুধ সেবনের কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও খাদ্যাভ্যাসের বেশ কিছু কারণেও পেট ফোলাভাব দেখা দেয়।কার্বোনেইটেড পানীয়: এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে যা পান করার পরে পেটে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের সৃষ্টি করে। এই গ্যাস আবার পেটে আবদ্ধ থেকে হজমে সমস্যা করে। ফলে পেট ব্যথা দেখা দেয়।ডাল: ডাল প্রোটিন, আঁশ, স্বাস্থ্যকর কার্বোহাইড্রেইট ও খনিজ- লৌহ, কপার এবং ম্যাগ্নেশিয়াম সমৃদ্ধ। এটা উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ হওয়ায় ডাল খেলে অনেকেরই পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয়।ক্রুসিফেরাস সবজি: ব্রকলি, বাঁধাকপি, চানা ডাল, ফুলকপি-সহ এই ধরনের সবজি উচ্চ আঁশ, ভিটামিন সি ও কে সমৃদ্ধ। যা শরীরের জন্য উপকারী। তবে এখানে এমন কিছু যৌগ রয়েছে যা পরিপাকতন্ত্র-জনিত রোগের সৃষ্টি করে। ফলে গ্যাস সৃষ্টি হয়।পেঁয়াজ ও রসুন: পেঁয়াজ প্রায় সব খাবারেই স্বাদ বৃদ্ধি করে। এতে আছে ফ্রুক্টান যা পেট ফাঁপার সমস্যা সৃষ্টি করে। রসুন রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করে। রসুনের প্রচুল ফ্রুক্টোন থাকায় তা পেটে বাতাসের সৃষ্টি করে পেট ফাঁপার সমস্যা তৈরি করে।পেটের ফাঁপাভাব দূর করার উপায়- খাওয়ার পরপরই ঘুমাতে যাওয়া যাবে না। খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করে খাবার হজম হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।- খাবার ধীর গতিতে ও সুষ্ঠুভাবে চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। যা মুখে তৈরি হওয়া লালার সঙ্গে মিশে হজম দ্রুত করতে সহায়তা করে। ফলে খাওয়ার পরে গ্যাসের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে থাকে। - অতিরিক্ত নোনতা খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এতে হজম ও পুষ্টি শোষণে প্রভাব রাখে। - হালকা ও পরিমাণে কম খাবার হজম করা সহজ ও উপকারী।- হজমক্রিয়া বাড়াতে প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবার যেমন- দই খাওয়া ভালো। এটা হজমে সহায়তা করে। ফলে পেটে ফোলাভাব দেখা দেয় না।সতর্কতা পেট ব্যথার সমস্যার পাশাপাশি পেট ফোলার সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

## ত্বক উপকারী নানান ফল

বিভিন্ন ফল ত্বকে সরাসরি ব্যবহার করেও উপকার পাওয়া যায়। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ত্বকে বিভিন্ন রকমের ফল ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। সিট্রাস ফল- কমলা, আঙ্গুর, লেবু এই ফলগুলো অম্লিয় এবং উচ্চ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন ত্বককে ব্রণ মুক্ত থাকতে ও ত্বক উজ্জ্বল করাতে সাহায্য করে।সিট্রাস ফল ব্যবহার করা খুব সহজ। ফল কেটে টুকরা করে মুখে মালিশ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ত্বককে সিট্রাসের রস শোষণ করতে ১০ মিনিট সময় দিন এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে ফেলুন।সতর্কতা: সিট্রাস ফল ব্যবহারের কারণে ত্বকে আলোক সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে। তাই এটা ব্যবহারের কমপক্ষে এক ঘণ্টা পরে বাইরে বের হতে হবে।বেরি- স্ট্রবেরি, আমলকীবেরি ধরনের ফল উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা ত্বকের নানান উপকার করে। বেরিতে থাকা পলিফেনল ত্বককে পরিবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং বয়সের ছাপ কমায়। স্যালিসাইলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ স্ট্রবেরি টুকরা করে কেটে ত্বক মালিশ করা যায়। এটা ত্বক এক্সফলিয়েট করে এবং ব্রণ দূর করে। ত্বকে স্ট্রবেরি ঘষার পরে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বকে দুই টেবিল-চামচ আমলকীর গুঁড়া ও সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে মুখে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।গ্রীষ্মকালীন ফল- কলা, আনারস, পেঁপেএসব ফলে ত্বক উপকারী নানান রকমের ভিটামিন ও আর্দতা রক্ষাকারী উপাদান আছে। এই ধরনের ফল সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায়। ত্বক কোমল করতে ও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলতে কলা চটকে ত্বকে মালিশ করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। মুখে হঠাৎ ব্রেকআউট দেখা দিলে একটা তুলার বল আনারসের রসে ডুবিয়ে আক্রান্ত স্থানে চাপ দিয়ে ধরুন। ৩০ মিনিট পরে মুখ ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে করে ফেলুন। পেঁপেতে আছে পাপাইন নামক উপাদান যা ত্বক এক্সফলিয়েট করে মৃত কোষ দূর করে। পেঁপের খোসা মুখে ঘষে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটা ত্বক আর্দ রাখতে এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে।

## অনিদ্রার কারণ ও সমাধান

ঘুম আসেনা সহজে এবং তা প্রতিনিয়তই। তাহলে হয়ত আপনি অনিদ্রার সমস্যায় ভুগছেন।নানান কারণে অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর সঠিক কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধান করার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।অনিদ্রা-যাদের অনিদ্রার সমস্যা আছে তাদের প্রতিনিয়ত ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়।যুক্তরাষ্ট্রের মস্তিষ্ক ও ঘুম-বিষয়ক চিকিৎসক নেইট ফাভিনির মতে, "প্রত্যেকেরই কখনও না কখনও ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। ঘুমের সমস্যা যখন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব রাখা শুরু করে তখন তা অনিদ্রার সমস্যায় পরিণত হয়।"অনিদ্রার লক্ষণ- দীর্ঘ সময় বিছানায় শুয়ে থাকার পরও ঘুম না আসা।- রাতে অনবরত হাঁটা চলা করা। - তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে যাওয়া ও পরে ঘুম না আসা। এই ধরনের সমস্যা যত বেশি দিন থাকবে তত বেশি স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেবে।অনিদ্রার কারণে সাধারণত নিচের সমস্যাগুলো দেখা যায়-- অমনোযোগ, অস্থিরতা, স্মৃতি হ্রাস।- শক্তি ও অনুপ্রণার অভাব।- অস্বস্তি, হতাশা ও উদ্বেগ।- মাথা-ব্যথা, শরীরে-ব্যথা, গ্যাসের সমস্যা ইত্যাদি।যদি ক্লান্তিবোধ করেন ও ঘুমের সমস্যা কাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে অথবা সুসম্পর্কে বজায় রাখতে বাধা সৃষ্টি করে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।অনিদ্রার ধরণ-অনিদ্রার সময়ের ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়'অ্যাকিউট' বা তীব্র অনিদ্রা: কোন বিশেষ কারণে অনিদ্রা দেখা দেয় যেমন- মানসিক চাপ বা উদ্বেগ এবং কয়েকদিন বা সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা: এটা সাধারণত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে হয়ে থাকে এবং তা দীর্ঘদিনের জন্য- প্রতি সপ্তাহে তিনবার করে কমপক্ষে তিন মাস ব্যাপী।গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমেরিকানদের মধ্যে প্রতি বছর ২৫ শতাংশের তীব্র অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয় এবং তার ৭৫ শতাংশই দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রার সমস্যায় পরিণত না হয়ে সমাধান হয়ে যায়।কারণ-সাধারত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এই দুই কারণে অনিদ্রা দেখা দেয়। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হল- মাধ্যমিক অনিদ্রা সাধারণত অন্য কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা বা ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়া হিসেবে হয়ে থাকে। আর প্রাথমিক অনিদ্রা হল প্রধান অসুস্থতা। প্রাথমিক অনিদ্রা-এটা কোনো স্বাস্থ্য জনিত সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত না এটা সাধারণত তীব্র অনিদ্রা। এটা মূলত নিম্নোক্ত কারণের জন্য হয়ে থাকে-মানসিক চাপ: চাকুরির সাক্ষাৎকার, পরীক্ষা এমন কি জীবনের বড় কোনো পরিবর্তন যেমন- কাছের কারও মৃত্যু বা সম্পর্কে বিচ্ছেদ ইত্যাদি নানা কারণে এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে।আরামদায়ক ঘুমের পরিবেশের অভাব: উদাহরণ স্বরূপ, ঘুমানোর সময় বেশি গরম, বা ঠাণ্ডা ইত্যাদি কারণেও ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়।ঘুমের অনিয়মিত রুটিন: অস্বাস্থ্যকর ঘুমের অভ্যাস যেমন- প্রতিদিন একই সময় ঘুমাতে না যাওয়া। ঘুমের রুটিনের পরিবর্তন এই ধরনের অনিদ্রার কারণ।এই ধরনের সমস্যা চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই সমাধান করা সম্ভব।মাধ্যমিক অনিদ্রা-সাধারণত, স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে এই ধরণের অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও, বিভিন্ন রকম ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ এমনটা দেখা দিতে পারে। এর ফলে নানা রকমের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন-ঘুমের সমস্যা: গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুমের সমস্যা আছে এমন ৩৮ শতাংশ লোকের অনিদ্রা দেখা যায় এবং ৬০ শতাংশের মধ্যে পায়ের অস্বস্তির সমস্যা আছে। দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা: দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সমস্যা যেমন- শ্বাসকষ্ট, অ্যাসিডিটি, দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা, হরমোন ও থায়রয়েড ও স্নায়বিক সমস্যা যেমন- পারকিনসন ইত্যাদি থেকে ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। গর্ভাবস্থা: গবেষণা থেকে জানা গেছে, গর্ভাবস্থায় প্রায় ৭৮ শতাংশেরই নিদ্রাহীনতার সমস্যা দেখা দেয়। গর্ভধারণের তিন মাসের মাথায় এই ধরনের সমস্যা হয়। কারণ এই সময় সন্তান বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। মানসিক স্বাস্থ্য: মানসিক চাপ ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি করে। উদ্বেগ ও হতাশা অনিদ্রার সৃষ্টি করে।এমনটা দেখা দিলে থেরাপি নেওয়ার প্রয়োজন। অতিরিক্ত ক্যাফেইন, নিকোটিন ও অ্যাল্কোহল ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি করে। দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি থাকে। ওষুধ: উদ্বেগ জনিত সমস্যার কারণে দেওয়া ওষুধ, উচ্চ রক্ত চাপের জন্য আলফা, বেটা এবং আর্থাইটিসের কারণে দেওয়া স্টেরয়েডের জন্য অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা - এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। থেরাপি, জীবন যাত্রার পরিবর্তন এমনকি প্রাকৃতিক কিছু কৌশল অনুসরণ করেও অনিদ্রার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রাকৃতিক উপায়: ঘুমানোর আগে আরামাদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন ও মন ভালো রাখে এমন কাজ করুন। রাতে ঘুমানো আগে মোবাইল ব্যবহার না করে আরাম করে এক কাপ ক্যামোমাইল চা পান করুন, আরাম অনুভূত হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা: গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে পাঁচ দিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করা হলে ঘুমের মান উন্নত হয়। ধ্যান: ধ্যান মানুষের মনকে শান্ত রাখে ও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। নিয়ম মেনে ধ্যান করা হলে ঘুম ভালো হয়।

## ঘরে বসে সন্তানের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সন্তানের পড়ালেখায় মনোযোগ বাড়াতে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার।লকডাউনে শিথিলতা আসলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপাতত খুলছে না। এই পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রেই চলছে অনলাইন ক্লাস।তবে অনলাইন ক্লাসে উপস্থিত হলেও সন্তানকে পড়তে বসাতে বেগ পেতে হচ্ছে প্রায় সকল বাবা-মাকেই।এই পরিস্থিতি কিছুটা সহজ করার উপায় নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষামুলক 'অ্যাপ' 'বাইযু'স লার্নিং অ্যাপ'য়ের 'চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার' আঙ্কিতা কিশোর, যা উঠে আসে শিক্ষামূলক একটি ওয়েবাসাইটের পাতায়। সেই প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।পড়ার নির্দিষ্ট স্থান: সারাদিন ঘরে বন্দি থেকে পড়াশোনার মনোযোগ ধরে রাখা সহজ কথা নয়। তাই ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে হবে পড়ার জন্য, যেখানে নিরিবিলিতে পড়ায় মনোযোগ দেওয়া যায়। আর বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সেখানে ভালোমানের ইন্টারনেট সংযোগও থাকা চাই।বিষয়বস্তুর ওপর দখল বাড়ানো: শিক্ষার্থীদের হাতে এখন অফুরন্ত সময়, যার বেশিরভাগই হয়ত অপচয় হয়ে যাচ্ছে হতাশায়। তবে পরিস্থিতিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের যে কঠিন অংশগুলো রপ্ত করা হয়নি তা এখন সময় নিয়ে অনুশীলন করার সুযোগ আছে। এজন্য বিষয়বস্তু আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে। বোঝার ঘাটতি থাকলে নিঃসংকোচে প্রশ্ন করতে হবে শিক্ষকদের।

ক্লাস, কোচিং, প্রাইভেট, পরীক্ষার চাপ এখন নেই। তাই ইন্টারনেট ঘেটে বিভিন্ন বিষয়ে বাড়তি জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ আছে।ভিডিও দেখা: বিশেষজ্ঞরা বলেন, পড়ে শেখার চাইতে দেখে শেখা দ্রুততর। কারণ চাক্ষুস কোনো ঘটনা থেকে মস্তিষ্ক ৬০ হাজার গুন দ্রুত গতিতে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। আর বই পড়ার চাইতে ভিডিও দেখা তুলনামূলক বেশি মজাদার একথা অনেকেই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য শিক্ষামূলক ভিডিও আছে যা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে, আগ্রহ বাড়ায়। বোঝানোর পদ্ধতির ওপর জ্ঞান অর্জন অনেকটা নির্ভরশীল। একই বিষয়কে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে ভিডিও তৈরি করতে পারেন। ফলে আপনার হাতের মুঠোর আছে একাধিক শিক্ষক। এই অফুরন্ত সময়ে সব শিক্ষাকেই কাজে লাগানো সম্ভব।রুটিন: পড়াশোনায় শৃঙ্খলা থাকা অত্যন্ত জরুরি। আর সেজন্য প্রথমেই পড়াশোনার রুটিন তৈরি করতে হবে। এই রুটিন হতে হবে বাস্তবমুখী এবং সেই রুটিন মেনে চলতে হবে প্রতিদিন, কঠোরভাবে। নতুন কিছু শেখা, তা অনুশীলন করা এবং তা পুনরালোচনা করা সবকিছুর জন্যই সময় ভাগ করা থাকতে হবে রুটিনে।চারপাশ থেকে শিক্ষা নেওয়া: জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া শুধু বইয়ের পাতা থেকে পরীক্ষার খাতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকেও শেখার আছে অনেক কিছু, যা ক্ষেত্র বিশেষ পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই চারপাশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানার আগ্রহ থাকতে হবে। প্রশ্ন করতে হবে। ইন্টারনেটে তা নিয়ে আরও জানার চেষ্টা করতে হবে। আর শুধু জানলেই হবে না, তা মাথায় রাখতে হলে লব্ধ জ্ঞানকে হাতেনাতে কাজে লাগানোর চেষ্টাও থাকতে হবে। অনুশীলন, আরও অনুশীলন: নতুন কিছু শেখার পর তাতে দক্ষ হয়ে উঠতে অনুশীলনের বিকল্প নেই। যত বেশি অনুশীলন করা হবে, দক্ষতা ততই বাড়তে থাকবে। বারবার অনুশীলনে মাধ্যমে সেই কাজটি আরও সহজে করার পথও বের করে ফেলতে পারেন। তাই অনুশীলনেই বিকল্প নেই। করোনাভাইরাসের কারণে জীবন থমকে গেলেও শেখার সুযোগ ফুরিয়ে যায়নি কখনই। তবে থাকতে হবে শেখার আগ্রহ, জ্ঞানের ক্ষুধা, সময় কাজে লাগানোর স্পৃহা।

## এই সময়ে চোখের সুস্থতা

ফোন, ল্যাপটপ কিংবা টিভি- অতিরিক্ত ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তির ক্ষয় রোধ করতে চাই বাড়তি সতর্কতা।সুস্থ থাকতে ও সামাজিক দূরত্ব রক্ষার্থে বেশিরভাগ সময় কাটছে বাসায়। শিক্ষার্থীদের চলছে অনলাইন ক্লাস। তাই কাজ কিংবা বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে ল্যাপটপ, টিভি কিংবা ফোন।ফলে দৃষ্টিশক্তির ওপর চাপ পড়ছে। আর এই পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায়ও নেই আপাতত।তাই এই সময়ে চোখের যত্নে চাই বাড়তি আয়োজন।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চোখের যত্ন নেওয়ার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।- চোখে লালচেভাব, চুলকানি, শুষ্কতা, দুর্বলতা, পানি পড়া, কালো দাগ ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিলে তার উপযুক্ত চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।- চোখ ভালো রাখতে বৈদ্যুতিক পর্দার দিকে তাকিয়ে কাজ করার সময় ২০ মিনিট পর পর অন্তত ২০ সেকেন্ডের জন্য চোখকে বিশ্রাম দিন। অর্থাৎ আলো থেকে দূরে থাকুন। এতে চোখের অস্বস্তি কমবে এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষতি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।- 'অ্যান্টি-গ্লেয়ার' চশমা ব্যবহার করুন, এটা চোখকে স্ক্রিন (কম্পিউটার, স্মার্ট ফোন, এমনকি গেইম খেলার সময়েও) থেকে বিচ্ছুরিত ক্ষতিকারক নীল রশ্মি থেকে রক্ষা করে। ডিজিটাল চাপ থেকে চোখকে রক্ষা করার এটা অন্যতম উপায়।- খাবার তালিকায় সবজি ও ফল যোগ করুন। গাজর চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে কারণ এতে আছে ভিটামিন এ।

# ডিমা হাসাও জেলায় করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭৩জন

হাফলং (অসম), ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি হচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় ডিমা হাসাও জেলায় ২২ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। সোমবার ডিমা হাসাও জেলায় মোট ১৩ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্তের মধ্যে এক সাংবাদিক সহ ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক হাফলং শাখার চার কর্মী রয়েছেন। ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩ জনে। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ৭৩ জন রোগীর মধ্যে ৪ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে। এবং ৬৩ জন রোগীকে রাখা হয়েছে হোম আইসোলেশনে। তাছাড়া ৬ জন রোগী ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় ভয়ঙ্কর হারে করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক পল বরুয়া বিভিন্ন সরকারি বিভাগের আধিকারিক সহ জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর শীর্ষ সংগঠনের সঙ্গে কোভিড নিয়ে এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা এসওপি ও কোভিড প্রটোকল ও নিয়মনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন জেলাপ্রশাসন সোমবার থেকে জেলার বাজার হাট দোকান পাট সব সন্ধ্যা ৬টা থেকে বন্ধ করার নির্দেশ জারি করেছে। তাছাড়া সরকারি কার্যালয়ে ৫০ শতাংশ কর্মচারী উপস্থিত থেকে কাজ চালাবে এবং বাকিদের ঘরে বসেই সরকারি কাজ চালাতে হবে। তাছাড়া স্কুল কলেজে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে নিম্ন প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন যোগে ক্লাস চালাতে হবে। তাছাড়া ষষ্ঠ শ্রেনী থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত ৫০ শতাংশ ছাত্র ছাত্রী নিয়েই ক্লাস চালাতে হবে। তাছাড়া কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান বিবাহ ইত্যাদিতে ১০০ জনের বেশী জরো হতে পারবেন না। তাছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলিতে ঘন্টায় ২০ জনের বেশী ভক্ত জড়ো হতে পারবে না। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় অটো রিস্কা গুলিতে চালক সহ শুধু দুজন যাত্রী চলাচল করতে পারবে। এদিকে শহরের দোকান গুলিতে পাঁচ জনের বেশী লোক এক সময়ে কেনা কাটা করতে পারবে না অন্তত সবাইকে ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গুলিতে জল সাবান সেনিটাইজার রাখতে ব্যবসায়ীদের তাছাড়া প্রকাশ্য স্থানে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক আর এই সব নিয়ম নীতি উলঙ্ঘন করলে দূর্যোগ মোকাবিলা আইনের অধীনে ১ হাজার টাকা জরিমানা সহ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এবং এরজন্য গঠন করা হয়েছে টাস্কফোর্স।

# সভা স্থলে ভিড়, মঞ্চে না উঠে হেলিপ্যাড থেকেই বক্তৃতা দিলেন মিঠুন

বোলপুর, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : কমিশনের নির্দেশ ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কায় বোলপুরে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে জনসভা করতে এসেও মঞ্চে উঠলেন না অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী । সভা স্থলে ভিড় ।হেলিকপ্টারের পাশ থেকেই জনতার উদ্দেশ্যে ভাষন দিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। সোমবার নির্বাচনী প্রচারে বীরভূমের ইলামবাজারের এলেও মঞ্চে উঠে ফিরে গেলেন। রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত ভয়ঙ্কর হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের ক্ষেত্রে একাধিক বিধি-নিষেধ জারি করেছে। আর এই সকল বিধিনিষেধের মধ্যে রয়েছে জনসভায় ৫০০ জনের বেশি জমায়েত করা যাবে না। আর এই নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলতে খ্যাতনামা অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী ইলামবাজারের নাচনসা গ্রামে বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভা করার কথা ছিল মিঠুন চক্রবর্তীর । কিন্তু, সভাস্থলে ভিড় দেখে প্রথম হেলিকপ্টার থেকে নামতেই চাইছিলেন না মিঠুন । প্রায় ১৫ মিনিট পর হেলিকপ্টার থেকে নীচে নামলেও মঞ্চে ওঠেননি তিনি । হেলিকাপ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে কডলেস মাইক হাতে নিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন মিঠুন । তিনি বলেন, "এখানে কোভিড বিধি মানা হয়নি । তাই আমি মঞ্চে যাব না । মঞ্চে গেলেই আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । ৫০০ জনের বেশি মানুষ এখানে রয়েছেন । আপনারা বিজেপিকে ভোট দিন । বিজেপি জিতলে আমি এসে এখানে অনুষ্ঠান করে যাব । ”

মিঠুন চক্রবর্তী মঞ্চে না ওঠা প্রসঙ্গে বোলপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনির্বান গাঙ্গুলী বলেন, 'উনি মঞ্চে অনুষ্ঠান করলেন না এই কারনেই এখানে হেলিপ্যাডের বাইরে প্রচুর লোক এসে গিয়েছিল ।যাতে কোবিড বিধি কোন ভাবে উলঙঘন না হয় তার জন্য। ওনার জন্য নির্দিষ্ট যে মঞ্চ সেখানে না উঠে হেলিকপ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে সভা করলেন। ব্যারিকেড ভিতরে তো পাঁচশোর বেশি লোক নেই। কিন্তু বাইরের লোক তো আমরা নিয়ন্ত্রন করতে পারব না। ' প্রসঙ্গত, এর আগে তাঁর জনসভায় ৫০০ জনের বেশি মানুষের ভিড় হওয়ায় মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল ।তার জেরেই এদিন তিনি মঞ্চে ওঠেননি বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

# সোমবার থেকে বাংলাদেশের স্থলপথ বন্ধ

ঢাকা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : দেশের করোনা পরিস্থিতি মারাত্মক। এই অবস্থায় সোমবার থেকে আগামী দু”সপ্তাহ ভারতের সঙ্গে স্থলপথে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ রাখছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুলল মোমেন জানান, ভারতের করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপাতত দু”সপ্তাহের জন্য জারি থাকবে এই নিষেধাজ্ঞা। কলকাতায় বাংলাদেশের দূতাবাসের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। করোনার দরুন আগেই বিমানপথে ভারতের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ রেখেছিল বাংলাদেশ। এবার স্থলপথের যোগাযোগের উপরেও জারি করা হল নিষেধাজ্ঞা। যদিও পণ্য পরিবহন স্থলবন্দর দিয়ে জারি রাখা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এর আগে ইতালি, ইরান, কুয়েত, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, হংকং, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ভারতের সঙ্গে যাবতীয় বিমানচলাচল অস্থায়ীভাবে বন্ধ রেখেছে। প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ যেন অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যায় ক্রমশ কাঁপুনি ধরাচ্ছে। এই মুহূর্তে কোভিড শিখরে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। আমেরিকাতেও করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা এতদুর পৌঁছতে পারেনি। বিশেষজ্ঞদের অনুমান মে মাসেই আমেরিকাকে টপকে শীর্ষ স্থানে চলে আসবে ভারত।

# মহাগুরুর সভার পথে বিজেপির ব্লক নেতা গ্রেফতারের জেরে পথ অবরোধ, পাবলিক গাড়ি ভাঙচুর

বোলপুর, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : নাচন শা গ্রামে অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর সভায় যোগ দিতে এসে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় পাঁড়ুই থানার সাত্তোর গ্রামের ব্লক বিজেপি নেতা সেখ মিঠুন। সেই খবর চাউড় হতেই, পথ অবরোধ এবং বোমা বাজির ঘটনা ঘটে। বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে একটি প্রাইভেট গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

মিঠুন সেখের মা নার্গিস বিবি জানান, মিঠুন সেখের সভায় যোগ দিতে বাইকে ছেলের সাথে যাচ্ছিলেন মিঠুন সেখ। বল্লভপুর জঙ্গলে আগে থেকেই সিভিল ড্রেসে উপস্থিত পাড়ুই থানা থানার পুলিশ। গাড়ি থামিয়ে মিঠুন সেখকে গ্রেফতার করে তারা। মিঠুন পালাতে গেলে, জঙ্গলে থাকা সিভিল ড্রেসে থাকা পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। তার দাবি, বিজেপি করার জন্য তার ছেলেকে পুলিশ ধরেছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিদায়ী মন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কারো বিরুদ্ধে পুলিশি কেস থাকতেই পারে। কিন্তু তার জন্য এভাবে গাড়ি ভাঙচুর করে অরাজকতা করা সমর্থনযোগ্য নয়। বোলপুর বিধান সভার বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, পাঁড়ুই থানার ওসি অনেকদিন ধরেই টিএমসির পার্টি ক্যাডারের মত কাজ করছেন। আমাদের কর্মীদের অত্যাচার করছে। আমরা এর আগেই নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। দেখা যাক, কি করা যায়।

অন্যদিকে, সোমবার বোলপুরের নাচনসা গ্রামে বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভা করার কথা ছিল মিঠুন চক্রবর্তীর । কিন্তু, সভাস্থলে ভিড় দেখে প্রথম হেলিকপ্টার থেকে নামতেই চাইছিলেন না মিঠুন । প্রায় ১৫ মিনিট পর হেলিকপ্টার থেকে নীচে নামলেও মঞ্চে ওঠেননি তিনি । হেলিকাপ্টারের সামনে দাঁড়িয়েই মাইক হাতে বলেন, "এখানে কোভিড বিধি মানা হয়নি । তাই আমি মঞ্চে যাব না । মঞ্চে গেলেই আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । পাঁচশো জনের বেশি মানুষ এখানে রয়েছেন । আপনারা বিজেপিকে ভোট দিন । বিজেপি জিতলে আমি এসে এখানে অনুষ্ঠান করে যাব । হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

# নানুরে বোমা বিস্ফোরণ

নানুর, ২৬ এপ্রিল (হি. স. ) : অষ্টম দফার নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে নানুর ।বাড়ির ভিতর শৌচাগারে মজুত করে রাখা ছিল বোমা । সেই বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বীরভূমের নানুরের কাফেরপুর গ্রাম। বিস্ফোরণের তীব্রতায় উড়ে যায় শৌচাগারের ছাদ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নানুর থানার পুলিশ। নানুর বিধানসভার কীর্ণাহার ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাফেরপুর গ্রামে একটি বাড়ির বাইরে শৌচাগারে বোমা মজুত ছিল। সোমবার হঠাৎই মজুত করে রাখা বোমা ফেটে যায় । উড়ে যায় শৌচাগারের ছাদ। বিস্ফোরণে আশাপাশে বেশ কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়েছে। যদিও হতাহতের কোনো খবর নেই ।জানা গিয়েছে, যে বাড়িটি তে বিস্ফোরণ হয় তার মালিক লালটু শেখ নামে এক ব্যক্তি। যদিও তিনি দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকেন না। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়েই দুষ্কৃতীরা বোমা মজুত করেছে বলে অনুমান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নানুর থানার পুলিশ। গতকালই বীরভূমের ইলামবাজারে বিস্ফোরণ হয়। এদিন নানুরে ফের বিস্ফোরণ হয়েছে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী। কি কিভাবে বিপুল পরিমান বোমা মজুদ করা হয়েছিল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।তবে নির্বাচনে ওই বোমা দুষ্কৃতীরা ব্যবহার করত বলে অনুমান স্থানীয় বাসিন্দাদের। বিজেপি ও তৃণমূল একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে ঘটনায়। হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

# আবারও দলছুট হাতির হামলায় ঝাড়গ্রামে মৃত্যু এক ব্যক্তির

ঝাড়্গাম, ২৬ এপ্রিল ( হি. স.) : এগারো দিনের ব্যবধানে আবারও দলছুট হাতির হালমায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। সোমবার বিকেলে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়্গাম জেলার জামবনী রেঞ্জের কানিমহুলি এলাকায়। বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম মহেন্দ্র মাহাত (৪৫)। বাড়ি পড়াডিহা গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গিধনী রেঞ্জের কুড়ারিয়া এলাকায় ১২ টি দল হাতি রয়েছে। সেখান থেকে একটি হাতি দলছুট হয়ে কানিমহুলি, পড়াডিহার জঙ্গলের দিকে চলে আসে। এদিন বিকেলে মহেন্দ্র মাহাত কাঠ,পাতা তোলার জন্য কানিমহুলি হাইস্কুলের পিছন দিকে পড়াডিহার জঙ্গলে গিয়েছিলেন। কাঠ, পাতা তোলার সময় হঠাৎ করে হাতিটির সামনে পড়ে গেলে তাঁকে শুঁড়ে ধরে আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে পড়াডিহা কানিমহুলি এলাকায় একটি দলছুট হাতি রয়েছে। বর্তমানে হাতিটি কাপাশির জঙ্গলে অবস্থান করছে। উল্লেখ্য গত ১৪ এপ্রিল রাতে দলমার দল হাতিকে ড্রাইভ করানোর সময় হাতির হামলায় এক হুলাপার্টি সদস্যের মৃত্যু হয়েছিল গোপীবল্লভপুরের আলামপুর গ্রামে। সেই ঘটনার পর এদিন আবারও হাতির হামলায় মৃত্যু হল মহেন্দ্র মাহাতোর। এই ঘটনার পরে কানিমহুলি, পড়াডিহা, কাপাশি সহ বিভিন্ন গ্রামের ব্যাপক আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামের মানুষেরা। এদিকে পরে বনদফতরের কর্মীরা ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়্গাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। আর হাতিটি তাড়ানোর জন্য বনকর্মীরা চেষ্টা করছেন। বনদফতর জানিয়েছে মৃত ব্যক্তির পরিবার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন। হিন্দুস্থান সমাচার / গোপেশ

# সপ্তম দফায় ৫ টা পর্যন্ত ভোট পড়ল ৭৫.০৬

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : সোমবার সপ্তম দফায় ৫ টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে - ৭৫.০৬ু। এর মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর- ৮০.২১ু, মালদহ -৭৮.৭৬ু, মুর্শিদাবাদ -৮০.৩০ু, দক্ষিণ কলকাতা -৫৯.৯১ু, পশ্চিম বর্ধমান - ৭০.৩৪ু। মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের দফতর সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, সপ্তাহের প্রথম দিন বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে উত্তেজনা চরমে ছিল। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ দিনাজপুর, দক্ষিণ কলকাতা- মোট পাঁচটি জেলায় (সামসেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে নির্বাচন হচ্ছে না) এই নির্বাচন হচ্ছে। আসন সংখ্যা ৩৪। সপ্তম দফায় মোট ২৬৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরমধ্যে ২৩১ জন পুরুষ এবং ৩৭ জন মহিলা প্রার্থী। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

# দিল্লিতে ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সকলকে বিনামূল্যে টিকাকরণ : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লিতে ১৮ বছরের উর্ধ্বে সকলকে বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হবে। সোমবার দিল্লীবাসীকে আশ্বস্ত করে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, '১৮ বছরের উর্ধ্বে সকলকে বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকার। ১.৩৪ কোটি ভ্যাকসিন ক্রয়ের অনুমোদন দিয়েছি আমরা। যত দ্রুত সম্ভব টিকা দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করব আমরা।' পাশাপাশি টিকার দাম কমানোর অনুরোধও করেছেন কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'ভ্যাকসিন নির্মাতাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি প্রতি ডোজের দাম ১৫০ করা হোক। মুনাফা অর্জনের জন্য গোটা জীবন রয়েছে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও দাম কমানোর অনুরোধ করছি। একটি ভ্যাকসিন নির্মাতারা জানিয়েছেন রাজ্যগুলিকে ৪০০ টাকা প্রতি ডোজে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে এবং অপর ভ্যাকসিন নির্মাতারা জানিয়েছে ৬০০ টাকা প্রতি ডোজে রাজ্যগুলিকে টিকা দেওয়া হবে। অথচ উভয় নির্মাতারা কেন্দ্রকে ১৫০ টাকা প্রতি ডোজে টিকা দেবে, আমি আশা করছি মূল্য একই থাকবে।' দিল্লিতে ১৮ বছরের কমবয়সীরাও কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে। উদ্বেগ প্রকাশ করে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৮ বছরের কমবয়সীরাও আক্রান্ত হচ্ছেন, মৃত্যুও হচ্ছে। তাঁদের জন্য চিন্তা করার সময় এসেছে। যদি এই ভ্যাকসিন তাঁদের জন্য নিরাপদ ও কার্যকর হয়, তাহলে তাঁদেরও টিকা দিতে হবে।' এদিনই আইটিবিপি পরিচালিত সর্দার প্যাটেল কোভিড কেয়ার সেন্টারে যান মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া। সর্দার প্যাটেল কোভিড কেয়ার সেন্টার প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল জানান, ৫০০ শয্যা নিয়ে এই সেন্টার শুরু হয়েছে। আগামী দিনে ২০০০ শয্যা এবং পরে ৫০০০ শয্যার ব্যবস্থা করা হবে।

# ভোটগ্রহণের মধ্যেই বিজেপি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব ফিরহাদ

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার রাজ্যে চলেছে সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ। এই সপ্তম দফার ভোটে বিরোধীদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুললেন। কলকাতা বন্দর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম। বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর পোলিং এজেন্টকে কিনে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ করেছেন ফিরহাদ যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। এদিকে, ভোট চলাকালীন কংগ্রেস প্রার্থী মোক্তারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ এনেছেন তিনি।

সোমবার সপ্তম দফায় ভোটগ্রহণ হয় কলকাতা বন্দর কেন্দ্রেও। ভোটগ্রহণ শুরুর পর থেকেই গোটা এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে বিরোধীদের বিরুদ্ধে তুলছেন একের পর এক অভিযোগ। এদিন ফিরহাদ দাবি করেন, প্রতিবার নির্বাচনে তাঁর জয়ের ব্যবধান বাড়ে। তাঁকে জনপ্রিয়তায় টক্কর দেওয়া সম্ভব নয় বুঝে টাকা দিয়ে তাঁর পোলিং এজেন্টকে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছে বিজেপি। ভোটের আগের দিন মোটা টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে একাধিক পোলিং এজেন্টকে।

অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির দাবি, এলাকায় নিজের জনপ্রিয়তা তলানিতে। সেকথা বুঝেই বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন ফিরহাদ। মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন তিনি। মানুষের ভোটেই এবার বন্দরে হারবেন তিনি।

ওদিকে গার্ডেনরিচের বাত্তিকল এলাকায় ভোটগ্রহণ চলাকালীন কংগ্রেস প্রার্থী মোক্তারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ এনেছেন ফিরহাদ। তাঁর দাবি, ভোটারদের কাছ থেকে ভোটার স্লিপ কেড়ে নিয়ে তাঁদের মারধর করছেন কংগ্রেস প্রার্থী। এমনকী স্কুটারে করে অভিযুক্তদের তাড়া করতেও দেখা যায় তাঁকে।

# বিজেপি-তৃণমূলের পাশাপাশি বুথ, বাংলায় গণতন্ত্রের মডেল হওয়া উচিত : জিতেন্দ্র

জয়দেব লাহা, দুর্গাপুর, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যজুড়ে নির্বাচনকে ঘিরে হিংসার রাজনীতি প্রায়ই দেখা যায়। মারপিট, খুনোখুনি, হিংসা সন্ত্রাস লেগেই থাকে। অন্যদিকে সৌহার্দ্যপুর্ন আচরনের নজির রাখল পান্ডবেশ্বরের কেন্দ্রা এলাকায়। তৃণমূল- বিজেপির বুথ পাশাপাশি বসেছে। বিজেপি প্রার্থীকে কাছে পেয়ে শিবির থেকে উঠে রীতিমতো পা ছুঁয়ে প্রনাম করল স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। মতাদর্শ আলাদা থাকতেই পারে। গনতন্ত্রে এটাই মডেল হওয়া উচিত। বললেন বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী।

এবারে নির্বাচনে লাড়াই মুলত তৃণমূল ও বিজেপির। রাজনীতিতে দুদলই এখন মতাদর্শগত ভাবে দুই ভিন্ন মেরুতে। গত কয়েকমাস ধরে চলছে কাদা ছোড়াছোড়ি। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ। সব মিলিয়ে যেমন সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তেমনই গত ৬ দফা নির্বাচনে হিংসার ঘটনাও ঘটেছে। ঘটেছে প্রানহানিও। মুখ্যমন্ত্রীর ক্রমাগত আক্রমনের নিশানায় বিজেপি। তবে সোমবার রাজ্যের সপ্তম দফা নির্বাচনে এক বিরল ঘটনার সাক্ষী রইল শিল্পাঞ্চলের পান্ডবেশ্বর বিধানসভার কেন্দ্রা কোলিয়ারী এলাকায়। কেন্দ্রা পঞ্চায়েতের ৪ নং সংসদের ভোট গ্রহন কেন্দ্রের বাইরে দুই পরস্পর বিরোধী তৃণমূল ও বিজেপির পাশাপাশি শিবির। রাজনীতিতে বিরোধ আছে। কিন্তু ভোটেরদিন নিজেদের মধ্যে কোন বিবাদ, হিংসা নেই। পাশাপাশি দুটো শিবিরে নিজের মত করে চলছে ভোটারদের বুথ শ্লিপ দেওয়ার কাজ। নিজেদের কাজের ফাঁকে দুই শিবিরে কর্মীদের মধ্যে চলছে খোশ মেজাজে গল্প, আড্ডা। রাজ্যজুড়ে যখন রাজনীতির হিংসায় তপ্ত, তখন কেন্দ্রা ৪ নং সংসদ এলাকায় নির্বেঘ্নে, শান্তিতে চলছে ভোটদান। শুধু তাই নয়, বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী ওই এলাকায় পৌঁছাতেই দুই শিবিরের কর্মীরা যেন এক হয়ে গেল। নিজের শিবির ছেড়ে উঠে এলেন তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা তোপা বাদ্যকর। জিতেন্দ্র তেওয়ারীর পা ছুঁয়ে প্রনামও করলেন তোপাদেবী। দলীয়কর্মীদের পাশাপাশি তোপাদেবীর কাছেও খোঁজ খবর নিলেন জিতেন্দ্র তেওয়ারী।

তোপাদেবী জানান,' ভোট একদিন আসবে চলে যাবে। পাশাপাশি বুথ। ভোটের পর আবারও সম্পর্ক অটুট থাকে। সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে।' বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী বলেন,' ভোট আসবে চলে যাবে। পাশাপাশি বুথ বসিয়েছে। যে যার মত নিজেদের কাজ করছে। একসঙ্গে সবাই থাকবে। ভোটে গ্রামে নিজেদের সম্পর্ক নষ্ট করে না।' তোপা বাদ্যকর প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' তোপা ছোট বোনের মতো। প্রতিবছর ভাইফোঁটায় ফোঁটা দেয়। ভোটের মধ্যে গ্রামে কোন বিভাজন আসবে না। কেন্দ্রা গ্রামের এটাই বাংলার গণতন্ত্রের মডেল হওয়া উচিত।'

# আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় ঝাড়গ্রামে আবারও শুরু দুটি করোনা ইউনিট

ঝাড়্গাম, ২৬ এপ্রিল ( হি. স.) :- করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়তে থাকায় ঝাড়গ্রাম শহরে আবারও দুটি করোনা ইউনিট হতে চলেছে ।এক মাসের মধ্যে ঝাড়গ্রাম শহরের আশেপাশে পরিকাঠামোর গড়ে তোলা হবে দুটি করেনা ইউনিটের বলে জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন সূত্রে।

পাশাপাশি করোনা আক্রন্ত রোগীদের জন্য তিনশো শয্যা বাড়ানোর কথা ভাবছে প্রশাসন ।ঝাড়গ্রাম জেলায় হু হু করে বাড়ছে করোনা সংক্রমন। ইতিমধ্যে দুশোর বেশি মানুষ জেলায় করেনায় সংক্রমিত হয়েছে ।প্রতিদিন সংক্রমন রেকর্ড করেছে জেলায় ।তবে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে পুলিশ সহ বাইরের জেলায় যারা ভোট করিয়ে ফিরছেন তারই বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন ।আগামী কয়েক দিন সংক্রমন আরো বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ।জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের মতে যারা ভোট করিয়ে ফিরছেন তাদের ব্যাপক হারে পরীক্ষা করানো হচ্ছে ।তাদের মধ্যেই সংক্রমন বেশি ধরা পড়ছে ।তবে ঝাড়গ্রাম কভিট হাসপাতালে যাতে বেড পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা না হয় তার জন্য দশ টি বেড বাড়ানো হয়েছে ।কভিট হাসপাতালে বেড ছিল পঁচাত্তরটি ।সেই জায়গায় আরো দশটি বেড বাড়ানো হয়েছে।

অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম কভিট হাসপাতাল থেকে দেড় দু কিমির মধ্যে কর্মরত মহিলাদের আবসনটিকেও তথা করোনা ইউনিটকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে ।সেখানে রয়েছে পঁচাত্তরটি বেড ।রয়েছে অক্সিজেনের ব্যবস্থা ।প্রয়োজনে সেখানে চিকিৎসক দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ।এছাড়াও ঝাড়গ্রাম জেলায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার রয়েছে নটি এবং পুলিশের আরো দুটি আছে বলে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ।বর্তমানে করোনা ইউনিটে এবং কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে করোনা আক্রান্ত কেউ নেই বলে জেলা স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে ।জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দু সপ্তাহ আগের থেকেই জেলার কোয়ারেন্টাইন সেন্টার গুলির পরিকাঠামো গুলি ঠিক মতো আছে কিনা তা নিয়ে পরিদর্শন করা হয়েছে ।যে সব জায়গায় খাট নেই সেই সব জায়গা গুলিতে খাটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ।এই মুহুর্তে ঝাড়গ্রামের কোভিড হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছে উনচল্লিশ জন ।এখনও কোভিড হাসপাতালে অক্সিজনের ঘাটতি দেখা দেয়নি বলে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ।কোভিড হাসপাতালে সিসিইউ বেডে রয়েছে পনেরোটি এবং ভেন্টিলেটর রয়েছে পাঁচটি।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্রমাগত মানুষকে করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধি গুলি মেনে চালার বার্তা দেওয়া হচ্ছে ।সরাসরি যেমন মাইকিং করে মাস্ক পরতে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চালার কথা বলা হচ্ছে তেমনই পথ নাটিকার মাধ্যমে সচেতনতা মূলক প্রচার করা হচ্ছে ।তার সাথে ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি ব্লকে বিভিন্ন জনবহুল এলাকা,হাটে,বাজারে ঢাকিদের স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চালার জন্য সচেতনতার বার্তা দেওয়া হচ্ছে ।এবার এক মাসের মধ্যে জেলায় আরো দুটি করোনা হাসপাতাল হতে চলেছে এবং বেড বেড়ে হতে চলেছে তিনশোটি ।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক জয়সী দাশগুপ্ত বলেন " যারা বাইরে থেকে ভোট করিয়ে ফিরছেন তাদের মধ্যেই করোনা সংক্রমন বেশি দেখা যাচ্ছে ।আগামী এক মাসের মধ্যে ঝাড়গ্রাম শহর কেন্দ্রীক দুটি করোনা ইউনিট তৈরি হবে এবং বেড বাড়িয়ে তিনশো করা হবে ।কোভিড হাসপাতালে দশটি বেড বাড়ানো হয়েছে ।আমরা মানুষকে বলছি মাস্ক পড়ুন স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলুন।" হিন্দুস্থান সমাচার / গোপেশ

# দেশের সমস্ত হজ হাউস হবে করোনা সেবাকেন্দ্র, সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : দেশের সমস্ত হজ হাউসে অস্থায়ীভাবে করতে হবে করোনা সেবাকেন্দ্র। সোমবার এই বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রক। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে করোনা চিকিৎসার জন্য হজ হাউসগুলিতে শয্যার ব্যবস্থার জন্য জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে সাড়ে তিন লক্ষের বেশি মানুষ। মৃত্যু হয়েছে প্রায় তিন হাজার। সেই অবস্থায় বিচ্ছিন্ন এলাকায় থাকা দেশের সমস্ত হজ হাউসকে করোনা চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রক। মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিন একটি বৈঠকের ডাক দেন। ওই বৈঠকের পরই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হজ হাউসগুলিতে বলা হয়েছে এই বিষয়ে তারা যেন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সহযোগিতা করে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এই মুহূর্তে অত্যন্ত সঙ্কটের মধ্যে। হাসপাতালে একটি শয্যার জন্য হাহাকার করছে অসংখ্য মরণাপন্ন রোগীর পরিবার। সেই সমস্যা সমাধান করতে বিভিন্ন রাজ্যের হজ কমিটির এক্সিকিউটিভ অফিসারদের চিঠি দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। সেকানে বলা হয়েছে, ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা বাদে বাকি যে সমস্ত হজ হাউসগুলি রয়েছে, সেগুলি অস্থায়ী কোভিড হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলা হোক ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

# ভারতকে সহায়তা করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ আমেরিকা : বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): বিপদের সময় আমেরিকার পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত, তাই ভারতের দুঃসময়ে আমেরিকাও পাশে দাঁড়াবে। জানিয়ে দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাইডেন জানিয়েছেন, 'প্রয়োজনের সময় ভারতকে সহায়তা করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ আমেরিকা।' আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস আবার জানিয়েছেন, 'ভারতীয় নাগরিক এবং সে দেশের সাহসী স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রার্থনা করছি।' কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তেই হিমশিম খাচ্ছে ভারত। অক্সিজেন, টিকা, ওষুধ করোনা সংক্রমণ রোখার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সংকট দেখা দেওয়ার পরে আমেরিকার কাছে সাহায্য চেয়েছিল ভারত। কিন্তু বাইডেন প্রশাসনের তরফে টিকা তৈরির কাঁচামাল রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ফলে ব্যাপক সমালোচনাও হয়।

কিন্তু, রবিবারই আমেরিকা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, টিকা প্রস্তুত করার জন্য যে সমস্ত কাঁচামালের প্রয়োজন, তা পাঠানো হবে শীঘ্রই। তীব্র সমালোচনার পরে সিদ্ধান্ত বদল করেছে আমেরিকা। এরপরই জো বাইডেন টুইট করে জানিয়েছেন, 'প্রথম দিকে মহামারির প্রভাবে আমাদের হাসপাতালগুলি যখন সমস্যায় পড়েছিল তখন যে ভাবে ভারত সাহায্য করেছিল, তেমনই প্রয়োজনের সময় ভারতকে সহায়তা করার জন্য আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।' আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস জানিয়েছেন, 'উদ্বেগজনক কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত সহায়তা ও সরবরাহ দ্রুত করার জন্য ভারত সরকারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে আমেরিকা। ভারতীয় নাগরিক এবং সে দেশের সাহসী স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রার্থনা করছি।'

উল্লেখ্য, করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময় আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের কাছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন পাঠানোর আবেদন করেছিলেন। অত্যন্ত দ্রুত ওষুধ দিয়ে সাহায্য করেন নরেন্দ্র মোদীও। টুইট করে সেই সাহায্যের কথা তুলে ধরে এ বার আমেরিকার পদক্ষেপের কথা জানালেন বাইডেন।

## মুঙ্গিয়াকামী ব্লকে ধুন্ধুমার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।।** স্বশাসিত জেলা পরিষদের পালাবদলের পর তিপ্রা মথা দল ক্ষমতায় আসলেও প্রতিনিয়তই কোন না কোন জায়গায় তিপ্রা নামধারী মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক সিপিএমের দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানকে ব্লক ছেড়ে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকে সোমবার দুপুরে।মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের চেয়ারম্যান তথা আইপিএফটি তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় সম্পাদক সুনীল দেববর্মা এবং ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান তথা বিজেপি জনজাতি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ দেববর্মা প্রতিদিনের মতোই ব্লকের নিজ নিজ চেম্বারে যায় সোমবার।ব্লক অফিস গৃহে দুজনে কাজ করার সময় তিপ্রা মথার নামধারী গোটা বিষেক সিপিআইএমের দুষ্কৃতিকারী দুজনের কক্ষে ঢুকে।প্রথমে ব্লকেড ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা কক্ষে গিয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ মুখ্যমন্ত্রী দেওয়ালে লাগানোর ছবিগুলো সরানোর নির্দেশ দেয়।এবং ওই জায়গায় তিপ্রা মথা দলের সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের ছবি লাগানোর নির্দেশ দেয় বলে জানান বিকাশ দেববর্মা। তৎসঙ্গে উনার পক্ষ থেকে উনাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন।ভবিষ্যতে যেন ব্লক দপ্তরের পাও না রাখেন। এদিকে নির্দেশ পেয়ে ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা ব্লকথেকে পলায়ন করেন।

পরে ওই তিপ্রা মথা নামধারী সিপিআইএমের দুষ্কৃতিকারীরা ব্লকের চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মার কক্ষে যায়।এবং তাকেও ব্লক থেকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।এদিকে সুনীল দেববর্মা জানান এ বিষয়টি রাজ্য কমিটি এবং রাজ্যের মন্ত্রীদের জানানো হয়েছে।তিনি এও জানান তারা চলে আসার পর চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের পক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে সংবাদে আরো জানা যায় সকালে অফিসে কর্মীরা যথারীতি হাজির থাকলেও কিছুক্ষণ পরে ছিল অফিস চত্বর ছিল ফাঁকা।এক ব্লক কর্মী জানান কিবা কোন কারণে অফিস ফাঁকা হয়ে গিয়েছে সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

## ভোটগ্রহণ

● আটের পাতার পর

মুর্শিদাবাদের তেঁতুলিয়ায় রাতভর বোমাবাজির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কোথাও ভোটারদের ভোটদানে বাধা, আবার কোথাও বিজেপি নেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠে আসছে মুর্শিদাবাদে। এছাড়া বাকি কেন্দ্রগুলোতে ভোটদান মোটের উপর এখনও শান্তিপূর্ণ। বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্যেই ভোট কাটল সেই জেলায়। তাছাড়া মালদহ থেকেও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি অশান্তির খবর এসেছে। তাছাড়া মোটের উপর নির্বিঘ্নেই মিটল সপ্তম দফার ভোট।

রাজ্যের সপ্তম দফা নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের অতি সতর্কতা জারি হয়েছে। নিরাপত্তায় মোতায়েন ছিল মোট ৭৯৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর মধ্যে শুধু নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল ৬৫৩ কোম্পানি আধাসেনা।

সপ্তম দফার ভাগ্য পরীক্ষা হল সপ্তম দফায় ৩৭ জন মহিলা-সহ ২৬৮ জন প্রার্থী। এদের মধ্যে যেমন রয়েছেন রুপোলি পর্দা থেকে রাজনীতিতে পা দেওয়া তারকা প্রার্থী, তেমনই রয়েছেন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ থেকে একাধিক মন্ত্রীও। সপ্তম দফায় ৪ জন মন্ত্রীর ভাগ্য পরীক্ষা হচ্ছে। তার মধ্যে অন্যতম ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা বন্দর আসনের তৃণমূল প্রার্থী হলেন ফিরহাদ। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্যপরীক্ষা হবে বালিগঞ্জ বিধানসভা আসনে। এই দফায় ভাগ্যপরীক্ষা রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়েরও। এ বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কেন্দ্র ভবানীপুর ছেড়ে নন্দীগ্রামের প্রার্থী হওয়ায় সেখানে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে দাঁড় করিয়েছে তৃণমূল। ভবানীপুরে শোভনদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির তারকা প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ।

আসানসোল উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী হলেন রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। ২০১১ থেকে আসানসোল উত্তরেরই বিধায়ক মলয়। এ বার তৃতীয় বারের জন্য লড়ছেন মলয়। কলকাতার ৮৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ৪ বারের কাউন্সিলর তথা মেয়র পরিষদ দেবাশিস কুমারকে এ বার রাসবিহারী কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। এ বারই প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তিনি। এই কেন্দ্রে তাঁকে টক্কর দেবেন বিজেপি প্রার্থী সুব্রত সাহা। আসানসোল দক্ষিণ আসনে এবার জোর টক্কর হচ্ছে দুই তারকা প্রার্থীর মধ্যে। এই আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হলেন সায়নী ঘোষ এবং বিজেপির প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। সপ্তম দফায় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন-বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী অশোক লাহিড়ী, জামুড়িয়ায় সিপিএম প্রার্থী ঐশী ঘোষ, পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি, রানিগঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, বালিগঞ্জে সিপিএম প্রার্থী ডাঃ ফুয়াদ হালিম এবং ভগবানগোলার তৃণমূল প্রার্থী ইদ্রিস আলিরও ভাগ্য আজ ব্যালট বন্দি হল।

# অক্সিজেনের ঘাটতি মেটাতে রেলের নয়া 'অক্সিজেন এক্সপ্রেস'

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেসামাল গোটাদেশ। উদ্বেগ বাড়িয়ে সংক্রমণ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। এই অবস্থায় দেশজুড়ে হাহাকার পড়েছে অক্সিজেনের। এই সমস্যা মেটাতে আসরে নেমেছে কেন্দ্র সরকার।

জানা গিয়েছে, দেশের বিভিন্ন কোভিড হাসপাতালে যেভাবে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে তা মেটাতে সোমবার মধ্যরাতে রাজধানী দিল্লিতে পৌঁছে যাবে অক্সিজেন এক্সপ্রেস। এই বিষয়ে রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান সুনীত শর্মা জানিয়েছেন, রবিবার রাতে ছত্তিশগড়ের রায়গড় জিন্দল অক্সিজেন প্ল্যান্ট থেকে ৭০ টন লিকুইড অক্সিজেন নিয়ে রওনা হয়েছে দেশের প্রথম অক্সিজেন এক্সপ্রেস। সোমবার মধ্যরাতে দিল্লির ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছে যাবে এই ট্রেন। তারপর সেখান থেকে ট্যাংকারে করে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যাবে অক্সিজেন।

তিনি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে দেড়শো টন লিকুইড অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়েছে। আজ রাতের মধ্যে সেখানে আরও দেড়শো টন অক্সিজেন পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও রায়গড়ের জিন্দল অক্সিজেন প্ল্যান্ট থেকে দিল্লির জন্য মোট চারটি ট্যাঙ্কারে সত্তর টন লিকুইড অক্সিজেন পাঠানো হচ্ছে। করোনা রোগীদের চিকিৎসায় অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ করতে রেলওয়ে আঙ্গুল, কালিনগর, রাউরকেলা এবং রায়গড় থেকে দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে অক্সিজেন পরিবহনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে গোটাদেশে যে হারে করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে তাতে অক্সিজেনের মতো জীবনদায়ী ওষুধের চাহিদা মেটাতে সারাদেশে তরল মেডিকেল অক্সিজেন এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার পরিবহনের জন্য অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় রেল। সেই সিদ্ধান্ত মতো এদিন মধ্যরাতে রাজধানীতে পৌঁছে যাবে দেশের প্রথম অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেন।

মধ্যপ্রদেশের জন্য তরল মেডিকেল অক্সিজেন পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলের তরফে জামশেদপুর থেকে জব্বলপুর পর্যন্ত রুটম্যাপ করা হয়েছে। অন্যদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য আঙ্গুল থেকে বিজয়ওয়াদায় তরল মেডিকেল অক্সিজেন পরিবহনের পরিকল্পনা করেছে রেল।

## উদয়পুর শহরে মাফিয়ারাজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ এপ্রিল।।** গোটা উদয়পুর শহর জুড়ে মাফিয়া রাজ কায়েম হয়েছে। মাফিয়াদের দাপটে গোটা শহরে বিভিন্ন কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে পড়ছে। এমনই এক ঘটনা ঘটলো সোমবার দুপুরে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় দীর্ঘদিন যাবৎ উদয়পুর পুরপরিষদ এলাকার জগন্নাথ দীঘির পশ্চিম পাড় সহ দিঘির চারিদিকে পাকা পিচের রাস্তা গুলি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। অবশেষে এক ঠিকাদার তার কাজের বরাত নিয়ে রাস্তা মেরামতের কাজে হাত লাগায়। আজ দুপুরে জগন্নাথ দীঘি পশ্চিম পাড়া এলাকায় রাস্তা মেরামতের কাজে আসা শ্রমিকদের ওপর চড়াও হয় মাফিয়াদের একজন প্রতিনিধি। প্রতিনিয়ত মাফিয়ারা ধমকের সুরে মারধরের হুমকি দিয়ে যাওয়ায় ভয়ে কাজ বন্ধ করে দেয় শ্রমিকরা। অসহায় শ্রমিকরা বর্তমানে রাস্তার কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে রয়েছে। শ্রমিকদের বক্তব্য যদি আমরা কাজ না করতে পারি তাহলে আমাদের সংসার কিভাবে চলবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা উদয়পুর শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। দিনের-পর-দিন গোটা শহর জুড়ে জমি মাফিয়া, জল মাফিয়া ,বালু মাফিয়া থেকে শুরু করে চৈত্র সেলে আসা ক্ষুদ্র দোকানিদের কাজ থেকে হাপ্তা আদায় সহ প্রতিমুহূর্তে মাফিয়াদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ উদয়পুরের শহরবাসী। মাফিয়াদের আস্ফালনের দরুন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে উদয়পুর জগন্নাথ দীঘি পশ্চিম পাড় এলাকার রাস্তা মেরামতের কাজ। এখন দেখার বিষয় স্থানীয় প্রশাসন মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। খুনের আসামি হাকিম মিঞার সাগর নামে চার বছরের একটি ছেলে আছে।

## বিপ্লব দেব

● প্রথম পাতার পর

মানুষের মধ্যে স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এই মনোভাবই স্বনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে সক্ষম হবে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, বর্তমান এই কোভিড অতিমারি জনিত পরিস্থিতিতে জিডিপি হোক বা মাথাপিছু গড় আয় কোনও দিক থেকেই ত্রিপুরা পিছিয়ে নেই। আমাদের সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখার ক্ষেত্রে সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সহ সামাজিক রীতিনীতি, সমৃদ্ধশালী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির গুরুত্বের কথাও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কোভিড মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে। তবে সবাইকে সতর্কতামূলক সব ধরনের সুরক্ষাবিধি মেনে চলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মিমি মজুমদার। অনুষ্ঠানে আনন্দময়ী কালী মন্দিরের পরিচালন কমিটির সম্পাদক, সদস্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আনন্দময়ী কালী মন্দিরে রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে বেলতলিস্থিত আনন্দময়ী কালী মন্দির কমিটির হাতে এই অ্যাম্বুলেন্সটি তুলে দেওয়া হয়।

# করোনা রিপোর্ট না থাকলে উপসর্গযুক্ত রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি নিয়ে হবে : দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): করোনা রিপোর্ট না থাকলে উপসর্গযুক্ত রোগীকে ফেরানো যাবে না। করোনা রিপোর্ট না থাকলে উপসর্গযুক্ত রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি নিয়ে হবে। সোমবার এমনটাই জানাল দিল্লি হাইকোর্ট।

সোমবার দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিএন পাটেল ও বিচারপতি জসমিত সিংয়ের বেঞ্চ এই বিষয়ে ২৩২ এপ্রিলের সার্কুলার সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন জয়দীপ গুহ নামে এক জনৈক ব্যক্তি। যেখানে তিনি উত্তর প্রদেশ সরকারের সার্কুলারের কথা উল্লেখ করে হাসাপাতালে উপসর্গযুক্ত রোগী ভর্তির আগে করোনা রিপোর্ট দেখতে না চাওয়ার আবেদন করেন। দিল্লি সরকারও জানায় এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই সার্কুলার জারি হয়েছে। এরপর হাইকোর্ট সেই সার্কুলার দ্রুত সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কেজরীওয়াল সরকার হাইকোর্টকে জানিয়েছে, সন্দেহভাজন রোগীকে একটি অন্য ওয়ার্ডে রাখা হবে।

প্রসঙ্গত,গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লাখ ৫২ হাজার ৯৯১ জন। একদিনেই মৃত্যু হয়েছে ২৮১২ জনের। এটিই এখনও অবধি দৈনিক মৃত্যুর সর্বোচ্চ সংখ্যা। বর্তমানে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৭৩ লাখ ১৩ হাজার ১৬৩-তে। এরমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১ কোটি ৪৩ লাখ ৪ হাজার ৩৮২ জন। বর্তমানে দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২৮ লাখ ১৩ হাজার ৬৫৮।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# নিজের টিলার মাটি কাটতে গিয়ে বাঁধার মুখে মালিক

**নজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ এপ্রিল।।** নিজস্ব টিলার মাটি কাটতে গিয়ে বারবার বাধার সম্মুখীন মাটির মালিকরা। ঘটনা উদয়পুর ৩০ বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পূর্ব গকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সংবাদ সূত্রে জানা যায় পূর্ব গকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের এই এলাকায় ১৫ থেকে ২০ পরিবার বসবাস করেন। এই টিলা ভূমিতে বহুবছর ধরে তাদের বাড়িঘর রয়েছে। কিন্তু ভারী বর্ষণ কারণে প্রতিবছর টিলাভূমি ভেঙে ধস পড়ার কারণে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে টিলাতে বসবাসকারী পরিবার পরিজনদের। ফলস্বরূপ টিলাভূমি বিক্রি করে সমতল এই জায়গায় বসবাস করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন টিলাবাসীরা। সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথারীতি মাটি কাটা শুরু হয় এই টিলা থেকে। কিন্তু হঠাৎ রব মিয়া নামে এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন টিলাভূমি কাটা যাবে না। রব মিঞার অভিযোগ টিলাভূমি কেটে নিলে ভেঙে পড়বে তাদের বাড়িঘর। কিন্তু গ্রামবাসীদের বক্তব্য যদি টিলা ভূমি কাটা না হয় তাহলে টিলা ভূমিধস পড়ে তাদের ছোট ছোট বাচ্চা শিশু সহ এই এলাকায় বসবাসকারী যে কেউ যে কোন সময় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই এই টিলা ভূমি তারা সমতল করে এই জায়গাতেই পরবর্তী সময়ে সুন্দর ভাবে বসবাস করবে। পরবর্তীতে পূর্ব গকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোপাল সরকার এই পরিবারগুলিকে বাধা দান করে টিলাভূমি কাটা যাবে না বলে শাসিয়ে যায়, আর তাতেই ব্যাপক ক্ষুব্দ হয়ে ওঠে গ্রামবাসীরা। এই নিয়ে সোমবার সকাল ১১ টা নাগাদ শাসকদলীয় একই পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বার বুল্টি বিবি খোদ বিজেপি দলের উপ প্রধানের বিরুদ্ধে সরব হয়ে কিল্লা উদয়পুর সড়ক অবরোধ করে রাখেন। সড়ক অবরোধের ফলে কিল্লা উদয়পুর সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছে রাধাকিশোর পুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। পরবর্তী সময়ে পুলিশি বাহিনীর হস্তক্ষেপে রাস্তা অবরোধ মুক্ত হয়। কিন্তু জনমনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে শাসক দল বিজেপির নিজ দলের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন শাসকদলীয় পঞ্চায়েতের মেম্বাররা,তা দেখে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কানাঘুষো শুরু করেছেন নিজ দলের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল শুরু দেখে। এই ঘটনা গকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। আজকের ঘটনার আগেও রাস্তা অবরোধের মধ্য দিয়ে একই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা সরব হয়েছিলেন। বারবার একই পঞ্চায়েতের এই ধরনের ভূমিকায় ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রামের লোকজন সহ শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সুনাগরিকরা।

# মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আগরতলা প্রেসক্লাবের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।।** আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য তথা রাজ্যের প্রতিভাবান তরুণ সাংবাদিক প্রয়াত তন্ময় চক্রবর্তীর চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় ভার রাজ্য সরকার কতৃক বহন করার দৃষ্টান্তকারী ঘোষণায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যাবাদ জ্ঞাপন করছে আগরতলা প্রেসক্লাব। গতকাল রাতে এক ফোন বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই সিদ্ধান্তের কথা আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদককে জানান। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন তন্ময়ের অকাল প্রয়ানে তিনি মর্মাহত ও তিনি সর্বদাই যেকোন সমস্যায় সাংবাদিকদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবেন। এর আগেও প্রয়াত সাংবাদিক বিশ্বজিৎ শর্মা অসুস্থ থাকাকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই মহান অবদানের জন্য আগরতলা প্রেসক্লাব চির কৃতজ্ঞ থাকবে। প্রেসক্লাবের সম্পাদক এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

## যাত্রীদের

● প্রথম পাতার পর

ইঞ্জিন। তখন যাত্রীদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। এস কে পাড়া স্টেশনে হইহট্টগোল শুরু করে যাত্রীরা। পরে আবার ট্রেনটি আগরতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। খবর লেখা পর্যন্ত ট্রেনটি আগরতলা এসে পৌঁছায়নি।

## ভোক্তারা

● প্রথম পাতার পর

বিল দিতে আসা গ্রাহকরা বিদ্যুৎ অফিসের ভিতরে কর্মী ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন দেখে হতবাক গ্রাহকরা। একটি সরকারি দপ্তরে এ ধরনের কর্মসংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করে ভোক্তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

## চার দশক

● প্রথম পাতার পর

পারদ নামার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এ-ক্ষেত্রে আগামী ২/৩ দিন পারদ ৩৭ থেকে ৩৮ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে উঠানামা করবে। তবে, আগামী ২৯ ও ৩০ এপ্রিল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, ভারী বৃষ্টিপাতের এখনো কোন পূর্বাভাস মিলেনি বলে জানিয়েছেন তিনি।

## রাজ্যে

● প্রথম পাতার পব

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৪৬২৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৩৪৫৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.০৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯৬.৭৮ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.১৩ শতাংশ।

## অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

সোমবার সকাল থেকে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে মানুষ দীর্ঘ লাইনে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রচন্ড গরমের মধ্যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। তাতে ভ্যাকসিন নিতে আসা লোকজনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

কবে নাগাদ উত্তর চড়িলাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পুনরায় ভ্যাকসিন দেওয়া হবে সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলতে পারছেন না উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার অপর্ণা পাল।

## চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

গাড়ি করে সখিনাকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক দেখতে পান সখিনার গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে তার। চিকিৎসকরা তখন পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ আসলে হাসপাতাল থেকে স্বামী রাজিব সহ সঙ্গে থাকা সবাই পালিয়ে যায়। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করছে। সর্বত্র এখন শুধু একটাই গুঞ্জন যে সখিনার মৃত্যুর পেছনে বিরাট রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশের তদন্তে কি বেরিয়ে আসে।

## হাহাকার

● প্রথম পাতার পর

কাঠফাটা রোদে তৃষ্ণা মেটানোর জল পাচ্ছেন না গিরিকন্দরে বসবাসকারী উপজাতি অংশের বাসিন্দারা।কালাঝাড়ি মৈইনটিলা এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এসব বিষয়ে প্রশাসন নির্বিকার। গন্ডাছড়া-অমরপুর রাস্তার মৈইনটিলা এলাকায় বছরের পর বছর ধরে জনজাতিরা পানীয় জলের সমস্যায় ভুগলেও প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সেখানে বেশ কিছু পরিবারের বসবাস। মূলত জুম চাষ করার তাগিদে এই সব জনজাতিরা সেখানে বসবাস করে। আজ পর্যন্ত সেখানে পানীয় জলের কোন উৎস তৈরি করা নি।

যার ফলে বাধ্য হয়ে জনজাতিরা গন্ডাছড়া-অমরপুর রাস্তার পাশে ড্রেইনের নোংরা জমা জল পানীয় জল হিসাবে পান করছে। শুধু তাই নয়, ড্রেইনের জল দিয়ে স্নান করা, বাসন মাজা থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই করা হচ্ছে। এই রাস্তা ধরে মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, এমডিসি থেকে শুরু করে সরকারী আমলা বাবুরা প্রতিনিয়ত যাতায়াত করলেও এই বিষয়ে কারোর কোন হেলদোল নেই। এই এলাকার জনজাতিরা জানিয়েছেন কেবলমাত্র ভোট আসলেই তাদের গালভরা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আর ভোট শেষ হতেই এই সব নেতা মন্ত্রীদের পাত্তা পাওয়া যায় না। তাই আবারও এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে মৈইনটিলা এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য।

## ভারতে ৩.৫২

● প্রথম পাতার পর

পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ৩,৫২,৯৯১ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৭৩,১৩,১৬৩। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২,৮১২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৯৫,১২৩ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৫৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৪ কোটি ১৯ লক্ষ ১১ হাজার ২২৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৯,৯৫,২৮৮ জনকে।

## হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

আত্মীয় জানান সে রবিবার বিকেল নাগাদ বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে জাঙ্গালিয়ায় রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বাইকের ধাক্কা লাগে। তাতে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে সে গুরুতরভাবে আহত হয়। স্থানীয় লোকজন সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। বিশালগড় হাসপাতাল থেকে তাকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন জিবি হাসপাতালে ছুটে আসেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বাইক চালককের দ্রুতগামীতা ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

## স্বামীর

● প্রথম পাতার পর

ওসি রাজিব দেবনাথের নেতৃত্বে রাধাকিশোরপুর থানা এবং মহিলা থানারএস আই সুমিত্রা কপালি সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তবে অভিযুক্ত হাকিম মিয়া দীর্ঘক্ষণ নগ্ন অবস্থায় গোমতী নদীর জলে নেমে যাওয়ায় তাকে আটক করতে অনেকটাই সময় লাগে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর অভিযুক্ত হাকিম মিয়াকে গোমতী নদী থেকে গ্রেপ্তার করে আর কে পুর থানায় নিয়ে আসা হয়। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা শালগড়া এলাকা সহ উদয়পুর মহকুমাতে। হাকিম মিঞার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

# ক্রীড়াঙ্গন

## জমে গেল লা লিগা দখলের লড়াই

জমে গেল লা লিগা দখলের লড়াই। আরও স্পষ্ট করে বললে, রবিবার সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন মাত্রা এনে দিলেন আঁতোয়া গ্রিজম্যান। তাঁর জোড়া গোলে অ্যাওয়ে ম্যাচে বার্সেলোনা ২-১ ফলে হারিয়ে দিল ভিয়ারিয়ালকে শনিবার ঘরের মাঠে রিয়াল বেতিসের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করে লিগ জয়ের অভিযানে ধাক্কা লাগে রিয়াল মাদ্রিদের। তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিয়ো জিনেদিন জিদানের দলকে ধরে ফেলল বার্সা। রিয়ালের ৩৩ ম্যাচে পয়েন্ট ৭১। এক ম্যাচ কম খেলে এ দিন ৭১ পয়েন্ট হয়ে গেল রোনাল্ড কোমানের দলের। ম্যাচের পরে যে জয় নিয়ে লিয়োনেল মেসিদের ম্যানেজার বলেছেন, "খুব চাপের মধ্যে ছিলাম। ভিয়ারিয়াল প্রতিপক্ষ হিসেবে খুব কঠিন। কিন্তু শেষ মিনিট পর্যন্ত বার্সেলোনার ফুটবলাররা লড়াই করে ছিনিয়ে নিয়েছে মূল্যবান তিন পয়েন্ট।"রবিবার ম্যাচের ২৬ মিনিটে স্যামুয়েল চুকওয়েজের গোলে এগিয়ে যায় ভিয়ারিয়াল। তবে সেই আনন্দ হয়নি দীর্ঘস্থায়ী। দুই মিনিটের মধ্যে ম্যাচে সমতা ফেরান গ্রিজম্যান। পরে ৩৫ মিনিটে ফরাসি স্ট্রাইকার ফের ব্যবধান বাড়িয়ে যান। কোমান বলেছেন, "সামনের সমস্ত ম্যাচ খুব কঠিন হতে চলেছে। কোনও ধরনের ভুল করা যাবে না। তা হলেই লক্ষ্য থেকে ছিটকে যেতে পারি আমরা। তবে ফুটবলারদের দায়িত্বশীল ফুটবল আমার আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে। এ বার লা লিগা জেতাটা আমাদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয়। সকলকে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।এ দিকে, শনিবার বের্নাবাউ য়ে বেতিসের কাছে আটকে যায় রিয়াল। যে ফল দেখে অনেকেই মনে করছেন, গতবারের লা লিগাজয়ী রিয়ালের পক্ষে এ বার খেতাব জয় হয়তো কঠিনই হয়ে দাঁড়াল। যদিও ম্যানেজার জিনেদিন জিদান তা মনে করছেন না। তাঁর দাবি, খেতাবের জন্য লড়াই এখনও শেষ হয়নি। জিজু বলেছেন, "এটা ঘটনা, আজ দু'পয়েন্ট নষ্ট হল। কিন্তু আমাদের রক্ষণ খুব ভাল খেলেছে। সে ভাবে কিছু করতে পারেনি আক্রমণ ভাগের ফুটবলারেরা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বেতিস বল কেড়ে নিয়েছে। রিয়ালের আক্রমণে কিছু একটার যেন অভাব ছিল।" তাঁর আরও মন্তব্য, "দু'পয়েন্ট নষ্ট করাটা সামলে নিতেই হবে। লা লিগায় এখনও আমাদের পাঁচটি ম্যাচ আছে। লিগ আজই শেষ হয়ে গেলে বলতে হত, আমরা পারিনি। তা তো নয়। তা ছাড়া অন্য দলগুলিকেও কিন্তু একই রকম ভাল খেলতে হবে।" এখানেই থামেননি জিদান। যোগ করেন, "যত বার পয়েন্ট নষ্ট করি, তত বারই বলা হয়, রিয়াল খুব খারাপ খেলছে। আসল ব্যাপার, ছেলেদের একটু বিশ্রাম দরকার। সেটা পেলেই ছেলেরা অন্য ফুটবল খেলবে। মঙ্গলবারই তো আবার খেলা। এ বার লড়াইটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চেলসির সঙ্গে। এই ধরনের ম্যাচে দল কিন্তু তৈরি হয়েই নামবে।

## বিয়ের পরই বিশ্বকাপে পদক জিতলেন দীপিকা কুমারী ও অতনু দাস

তিরন্দাজি বিশ্বকাপ ফাইনালে পুরুষ ও মহিলা রিকার্ভ ফাইনালে ব্যক্তিগতভাবে সোনা জেতেন এই ভারতীয় দম্পতি। বিশ্বকাপে এটি দীপিকার তৃতীয় ব্যক্তিগত সোনা হলেও অতনুর এটি প্রথম বিশ্বকাপে সোনা জয়।গত বছর ৩০ জুনে বিয়ে করেছেন ভারতীয় এই দুই তিরন্দাজবিদ। অতিমারীর কারণে পরিকল্পনা বদলে গত জুনে অর্থাতলকডাউনের মাঝেই সেরে ফেলেছিলেন দীপিকা ও অতনু। সেই সঙ্গে প্রথম ভারতীয় তিরন্দাজ দম্পতি হিসেবে অলিম্পিকে একই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবেন অতনু ও দীপিকা। তার আগে বিশ্বকাপে দু"জনেই দেশকে সোনা এনে দিলেন। রবিবার গুয়েতমালা সিটি-তে প্রাক্তন বিশ্বের এক নম্বরে মহিলা তিরন্দাজ দীপিকা ফাইনালে মেক্সিকোর আলেজান্দ্রো ভ্যালেন্সিয়া ৭-৩ হারিয়ে সোনা জেতেন। বিশ্বকাপে এটি তাঁর তৃতীয় ব্যক্তিগত সোনা।পুরুষ রিকার্ভ ফাইনালেও সোনা জেতে ভারত। স্প্যানিশ খেলোয়াড় ড্যানিয়েল কাস্ত্রোকে ৬-৪ হারিয়ে সোনা জেতেন অতনু। বিশ্বকাপে এটি প্রথম ব্যক্তিগত সোনা তাঁর। বিয়ের পর দু"জনেই ব্যক্তিগত সোনা জেতায় খুশি অতনু। তিনি বলেন, "আমরা একই সঙ্গে ট্রাভেল করি, একই সঙ্গে ট্রেনিং করি আবার একই সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নিই। দীপিকা জানে আমার পছন্দ কী আর আমি জানি, ও কী পছন্দ করে। সুতরা একই সঙ্গে সোনা জিততে পেরে দারুণ খুশি। বিশেষ করে আমার কাছে বিশ্বকাপে প্রথম সোনা জয় স্বপ্ন পূরণ হওয়া। দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমের ফল পেলাম। এটা দারুণ অনুভূতি।"সাফল্য ভারতীয় মহিলা তিরন্দাজ দলের। রবিবার গুয়াতেমালায় অনুষ্ঠিত তিরন্দাজি বিশ্বকাপে রিকার্ভে দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল ভারতের মেয়েরা। দীপিকা কুমারির নেতৃত্বে ভারতীয় মহিলা দল সোনা জয়ের এই ম্যাচে ফাইনালে হারায় মেক্সিকোকে। ম্যাচের ফল ভারতের পক্ষে ৫-৪। এর মধ্যে তৃতীয় সেটে ২-৪ পিছিয়ে দিয়েছিলেন ভারতের মেয়েরা।শুট অফে ফল ৪-৪ হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় দলের তিন তিরন্দাজ দীপিকা, অঙ্কিতা ভকত ও কমলিকা বারি ২৭ শট মারেন। এক শট পিছনে আটকে যায় মেক্সিকো। ফলে ভারত ফাইনাল জেতে ২৭-২৬ পয়েন্টে। সাত বছর পরে বিশ্বকাপ তিরন্দাজি থেকে এটি ভারতের প্রথম সোনা। এই নিয়ে বিশ্বকাপ থেকে পাঁচটি দলগত সোনা জয়ে ভারতীয় দলে থাকলেন দীপিকা।ম্যাচের পরে বিশ্ব তিরন্দাজ সংস্থার তরফে টুইট করে বলা হয়, "ভারতের মহিলা রিকার্ভ দল সোনাজয়ী।সোনা জয়ের পরে দীপিকার প্রতিক্রিয়া, "সাত বছর পরে বিশ্বকাপ থেকে সোনা জিতলে ভাল তো লাগবেই।" দলের কনিষ্ঠ সদস্য কমলিকার কথায়, "চাপে থাকলেও কেলার প্রভাব পড়তে দিইনি। এই জয় আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল। প্যারিস থেকে এ বার অলিম্পিক্সের যোগ্যতাও অর্জন করব আমরা।

## লিওনেল মেসি নিস্প্রভ থেকেও ম্যাচ জিতে গেল বার্সেলোনা

আন্তোনিও গ্রিজম্যানের ঝড়ে বার্সা জিতে লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে।রিয়াল বিপক্ষ রিয়াল বেটিসের বিরুদ্ধে ড্র করে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছিল। বার্সা যে এভাবে ফিরে আসবে, ভাবা যায়নি।ভিয়ারিয়ালের মাঠে গিয়ে ফরাসী তারকা গ্রিজম্যানের জোড়া গোল মধুর জয় এনে দিয়েছে। ঘরের দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে খেতাবি লড়াই জারি রাখল।এল ক্ল্যাসিকোয় হেরে লিগ শিরোপা থেকে পিছিয়ে পড়লেও টানা দুই ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ হোঁচট খাওয়ায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের ছুঁয়ে ফেলার দারুণ সুযোগ এসে যায় কাতালানদের সামনে। ভিয়ারিয়ালকে হারিয়ে সে সুযোগটা ভালভাবেই কাজে লাগালেন মেসিরা।ভিয়ারিয়ালের হয়ে একমাত্র গোলটি আসে স্যামুয়েল চুক্কুয়েজের কাছ থেকে। ৩২ ম্যাচ শেষে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে বার্সেলোনা। এক ম্যাচ বেশি খেলা রিয়ালের পয়েন্টও ৭১। তবে হেড টু হেডে এগিয়ে আছে দলটি। ৩২ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।অ্যাটলেটিকোর বিপক্ষে বার্সার খেলার ফলই নির্ধারণ করবে খেতাব এবার কাদের দখলে যাবে। ২৬ মিনিটে চুক্কুয়েজের গোলে এগিয়ে যায় ভিয়ারিয়াল। পাউ তোরেসের বাড়ানো বল দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনকে কাটিয়ে কোনাকুনি শটে লক্ষ্যভেদ করেন এই নাইজেরিয়ান।সমতায় ফিরতে অবশ্য খুব বেশি সময় নেয়নি বার্সা। পরের মিনিটেই গ্রিজম্যানের বুদ্ধিদীপ্ত ফিনিশিংয়ে ম্যাচে ফেরেন মেসিরা। অস্কার মিঙ্গুয়েজার থ্রু পাসে বল ধরে ডান প্রান্ত থেকে আলতো টোকায় বল জালে পাঠান এ ফরাসি তারকা।৩৫ মিনিটে গোল উপহার পায় বার্সা। গোলরক্ষককে ব্যাক পাস দিয়ে চেয়েছিলেন হুয়ান ফয়েথ। কিন্তু জোর না থাকায় আগেই ধরে ফেলেন গ্রিজম্যান।জোরালো শটে বল জালে পাঠাতে কোনও ভুল করেননি এই নামী মিডফিল্ডার। ৪৪ মিনিটে হ্যাটট্রিক পেতে পারতেন গ্রিজম্যান। ডি ইয়ংয়ের ব্যাকহিল থেকে ফাঁকায় বল পেয়ে গিয়েছিলেন। শটও নেন, কিন্তু শেষমুহূর্তে বাঁচিয়ে দিয়েছেন প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক, না হলে হ্যাটট্রিক করে মাঠ ছাড়তেন।

## করোনার আতঙ্কে কাবু আইপিএল খেলতে আসা বিদেশিরা

২৪ ঘন্টা আগেই আইপিএল থেকে নাম তুলে নিয়েছিলেন রাজস্থান রয়্যালসের এন্ড্রু টাই। এবার টাই-য়ের পথেই হাঁটলেন আরো দুই অজি- এডাম জাম্পা এবং কেন রিচার্ডসন। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে প্রত্যেকেই নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ভারতের ক্রমবর্ধমান করোনা পরিস্থিতির কারণে এদেশের অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা ভেবেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত।আরসিবি সোমবার দলের দুই তারকার নাম তুলে নেওয়ার খবর সরকারিভাবে প্রকাশ করে, "ব্যক্তিগত কারণে এডাম জাম্পা এবং কেন রিচার্ডসন দেশে ফিরে যাচ্ছেন। বাকি আইপিএলে দুজন আর খেলবেন না। আরসিবির তরফে দুজনের উদ্দেশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।"লেগস্পিনার জাম্পাকে কিনতে আরসিবির খরচ হয়েছিক ১.৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে, কেন রিচার্ডসনের দাম ৪ কোটি।এন্ড্রু টাই জানিয়েছিলেন, ভারত থেকে ফেরার পর তাঁর শহর পার্থে কোয়ারেন্টাইনে থাকার মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। তাই তাঁর এমন সিদ্ধান্ত। চলতি মরশুমে রয়্যালসের জার্সিতে একটাও ম্যাচে নামেননি তিনি। ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে তাঁর চুক্তির পরিমাণ ১ কোটি টাকা। দোহার ছক্কুঞ্জ রেডিওতে টাই আরো বলেছেন, "পার্থে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়েছে। তাই পার্থ সরকার বিশেষ করে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ভারত থেকে যাঁরা ট্র্যাভেল করছেন, তাঁদের ওপর বিধিনিষেধ জারি করছে। তাছাড়া বাবলের ক্লান্তি তো রয়েইছে। ভারত পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই এদেশ ছেড়ে যেতে চাইছি। টানা বাবলে খেলার ধকল আর নিতে পারছি না। গত অগাস্ট থেকে পরিবারের সঙ্গে মাত্র ১১দিন কাটিয়েছি। তাই দেশে ফিরে যেতে চাইছি।"ভারতে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় বিদেশে একাধিক দেশে ভারত থেকে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ব্রিটেন, নিউজিল্যা তো বটেই এই তালিকায় রয়েছে ইতালিও। আইপিএলে প্যাট কামিন্স, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথদের মত মোট ১৭জন অস্ট্রেলীয় অংশ নিয়েছেন। সাপোর্ট স্টাফ হিসাবে রয়েছেন ডেভিড হাসি, রিকি পন্টিং, ট্রেভর বেইলিসের মত নাম।আর ভারতে যতই করোনা কেসের সংখ্যা বাড়ছে, ততই আতঙ্ক গ্রাস করছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের। কেকেআরের সহকারী কোচ ডেভিড হাসি যেমন বলে দিয়েছেন, "দেশে কীভাবে ফিরবে, তা নিয়ে প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর নার্ভাস।

## আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন অশ্বিন? অশ্বিনের পরিবারের সদস্য করোনায় আক্রান্ত

আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতীয় দলের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ক্রোড়পতি লিগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নজির গড়লেন দিল্লি ক্যাপিটালসের এই অফ স্পিনার। অশ্বিনের পরিবারের একাধিক সদস্য করোনায় আক্রান্ত। তাই এমন সিদ্ধান্ত নিলেন। অশ্বিন নিজের টুইটার প্রোফাইলের নামও বদলে দিয়েছেন।

নিজের নাম নয়, 'স্টে হোম স্টে সেফ! টেক ইয়র ভ্যাক্সিন' নামে পরিচিত তিনি এখন। অশ্বিনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল দিল্লি ক্যাপিটালস।দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিচ্ছে।

এমন কঠিন অবস্থায় আইপিএল না খেলে নিজের পরিবার ও কাছের মানুষদের সেবা করার জন্য এমন সিদ্ধান্ত নিলেন অশ্বিন।গভীর রাতের দিকে টুইটারে অশ্বিন লিখেছেন, 'আগামী কাল থেকে আইপিএল জগতে আমি থাকছি না। আমার পরিবার ও একাধিক কাছের মানুষ এই মুহূর্তে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। এমন কঠিন সময় তাঁদের পাশে থাকা নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। যদি দেশে কোভিড অবস্থার উন্নতি ঘটে তবেই ফের আইপিএল জগতে ফিরে আসব। ধন্যবাদ দিল্লি ক্যাপিটালস।' রবিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সুপার ওভারে জয় পেয়েছে ঋষভ পন্থের দিল্লি। তারপরেই এমন চমকে দেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন ভারতীয় দলের "প্রফেসর"।

## ৪২ হাজার কোটি টাকায় ম্যান ইউ বিক্রির ভাবনা

প্রস্তাবিত বিদ্রোহী লিগে যোগ দেওয়া নিয়ে সমর্থকদের ক্ষোভের জের। ৪ বিলিয়ন পাউন্ডে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪১৫১৮ কোটি) ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্লেজার পরিবার। চ্যাঞ্চল্যকর এই দাবি করেছে আয়ারল্যান্ডের সংবাদপত্র 'আইরিশ পোস্ট'।২০০৫ সালে ৭৯০ মিলিয়ন পাউন্ডে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮২১২ কোটি) ম্যান ইউয়ের অধিকাংশ অংশীদারিত্ব কিনে নেয় আমেরিকার ফ্লরিডার গ্লেজার পরিবার। প্রস্তাবিত বিদ্রোহী লিগে খেলার পক্ষেই ছিলেন ক্লাব মালিকরা। কিন্তু সমর্থকদের বিক্ষোভ ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে ইংল্যান্ডের বাকি পাঁচটি ক্লাবের সঙ্গে তাঁরাও নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।ম্যান ইউয়ের কো-চেয়ারম্যান জোয়েল গ্লেজার গত বুধবারই ক্লাব সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন প্রস্তাবিত বিদ্রোহী লিগে যোগ দেওয়া নিয়ে। নাম প্রত্যাহার করার পরে সমর্থকদের উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ক্লাব ও তাঁদের মধ্যে সেতুবন্ধনের উদ্যোগ নেবেন। বিদ্রোহী লিগে ম্যান ইউয়ের যোগদানের নেপথ্যে অন্যতম কারিগর ছিলেন ক্লাবের এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান এডওয়ার্ড উডওয়ার্ড। ন'টি ক্লাবের সঙ্গে নাম প্রত্যাহারের পরে তিনি জানান, ২০২১-র শেষেই তিনি ম্যান ইউয়ের দায়িত্ব ছাড়বেন।ম্যান ইউ সমর্থকদের ক্ষোভ অবশ্য তাতেও কমেনি। গত বৃহস্পতিবার সকালে ক্যারিংটন গ্রাউন্ডের (ম্যান ইউয়ের ফুটবলারেরা যেখানে প্রস্তুতি নেন) প্রবেশদ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। শুধু তাই নয়।

## এ বার টি-টোয়েন্টিতেও বিরাট কোহলীকে টপকে গেলেন বাবর আজম

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবর আজমের ভাল ছন্দ অব্যাহত। একদিনের ক্রিকেটের শীর্ষস্থান থেকে বিরাট কোহলীকে সরানোর পর এ বার অন্য একটি বিভাগেও তিনি টপকে গেলেন ভারত অধিনায়ককে।টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে দ্রুততম ব্যাটসম্যান হিসেবে ২০০০ রান করলেন বাবর। ৫২ ইনিংস নিলেন তিনি। এতদিন প্রথম স্থানে ছিলেন কোহলী। তিনি নিয়েছিলেন ৫৬ ইনিংস। তবে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচেই কোহলীকে টপকে গেলেন বাবর। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যারন ফিঞ্চ। তিনি ২০০০ রান করতে নিয়েছিলেন ৬২টি ইনিংস।টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটসম্যানদের তালিকাতেও কোহলীর থেকে এগিয়ে বাবর। কোহলী যেখানে রয়েছেন পঞ্চম স্থানে, সেখানে কিছুদিন আগেই বাবর উঠে এসেছেন দ্বিতীয় স্থানে।

তবে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজে শীর্ষে থাকা দাউইদ মালানকে টপকে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে বাবরের সামনে। গত বছরের নভেম্বর পর্যন্তও বাবর টি-টোয়েন্টিতে শীর্ষ স্থান নিজের দখলে রেখেছিলেন।


**NOTICE INVITING TENDER**

Sealed tender in 02 (two) bid system is hereby invited for finalization of rate contract for the Vehicle Maruti Omni (Commercial) for the use office of the Food Analyst, Regional Food Laboratory, Gurkhabasti, Agartala for a period of 05 (five) months. The terms & condition are available in website health.Tripura.gov.in as well as in office of the undersigned on all working days up to 3.00 PM on 10/05/2021. The last date of receiving tender is date 10/05/2021 at 5.00 P.M in the Directorate of F.W & P.M, Govt. of Tripura, Agartala and date of opening of tender is 13/05/2021 at 4.00 PM, if possible.

**Sd/- (Dr. Radha Debbarma)**
**Jt. Food Safety Commissioner**
**Director of FW & PM**
**Govt. of Tripura, Agartala**

**ICA-C-174/2021-22**

**নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি**

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ মহিলার নাম শ্রীমতি শিল্পী নমশূদ্র (দেব), বয়স ২৫ বৎসর, স্বামী - শ্রী অভিমন্যু দেব, গ্রাম - টি.আর.টি.সি পাড়া, থানা - আমবাসা, জেলা - ধলাই, গায়ের রঙ - শ্যামলা, পরনে - ছাপা শাড়ি, উক্ত মহিলা গত ১৩/০৪/২০২১ ইং তারিখ কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়। এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজাখুজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত বিষয়ে আমবাসা থানায় গত ১৬/০৪/২০২১ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরি নথিভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১১। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

উক্ত নিখোঁজ মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-
পুলিশ সুপার,
ধলাই জেলা, আমবাসা
দূরভাষ নম্বর ঃ-
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
৮৭৩১৮০০৪৭৭ (মোবাইল)

স্বাক্ষর ঃ- অস্পষ্ট
পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা

**ICA-D-113/21**

**NOTICE FOR SHORT QUOTATION**

Short Quotations is hereby invited in plain paper from the interested lawful reputed Firms / Agencies / Co-operatives for procurement of laptop in the office of the Directorate of Tribal Welfare, Govt. of Tripura.

| Sl. | Items | Quantity | Specification |
|---|---|---|---|
| 1 | Laptop | 02 nos. | AMD RYZEN 5 3500U APU, 256 GB, 1 TB Hard Drive, 8 GB SODIMM DDR4 SDRAM, Windows 10, 14" FHD IPS LED Display (250 nits), Original MS Office |

2. The interested Dealer/supplier/firm Co-operative Society is requested to submit the quotation in the office of the Directorate of Tribal Welfare, Govt. of Tripura **by 28.04.2021** during the office working hours i.e. from 10 AM-to 5.00 PM.
3. **Eligibility Criteria:**
a) Copy of work completion certificates/ sanction orders of the Government departments/ Government organizations.
b) Copy of PAN card.
c) Copy of GST,Certificate.
4. **General Term & Conditions:**
a) Supply order may be given for single or bulk of item at once and supplier will have to supply and install the items immediately.
b) Rates should be mentioned both in Figure and words in Rupees.
c) Incomplete and conditional Quotation will not be entertained.
5. **Earnest Money Deposit (EMD):**
a) Earnest money deposit **Rs.2000/-** (refundable) by Demand draft (DD)/ banker's Cheque obtained from any nationalized scheduled bank having branch at Agartala, payable to the DDO, Directorate of Tribal Welfare, P.N Complex, Gurkhabasti, Agartala-799006.
b) The EMD shall be refunded to all the bidders including the lowest bidder in their respective bank account after award of contract.
c) No interest shall be payable against the EMD deposited by a bidder.
d) Bidders exempted under specific Government order/ rules from submitting EMD have to furnish scan copy of the related Government order/ rules for claiming such exemption.

**Sd/- (L. T. Darlong)**
**Addl. Secretary & Director, TW**
**Government of Tripura**

**ICA-C-188/2021-22**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO.**
**EE-IED/PWD/AGT/04/2021-22 dated 23/04/2021**

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Boardup to 3.00 P.M. on **13/05/2021.**

| Sl No | Name of work | Estimated Cost | Earnest Money | Time of completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **DNIeT No.EE-IED/ AGT/07/2021-22** | Rs. 193,501.00 | Rs. 1,935.00 | 45 (forty five) days |
| 2 | **DNIeT No.EE-IED/ AGT/08/2021-22** | Rs. 175,522.00 | Rs. 1,755.00 | 45 (forty five) days |
| 3 | **DNIeT No.EE-IED/ AGT/09/2021-22** | Rs. 455,007.00 | Rs. 4,550.00 | 90 (ninety) days |
| 4 | **DNIeT No.EE-IED/ AGT/10/2021-22** | Rs. 1,788,580.00 | Rs. 17,886.00 | 365 (three sixty five) days |

Last date and time for document clownix)ading and bidding is on **13/05/2021** upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on **13/05/2021,** if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
**Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER***

For and on behalf of the Governor of Tripura
**Sd/- (DHRUBAPADA DEBNATH)**
**Executive Engineer,**
**Internal Electrification Division,**
**PWD (Buildings), Agartala, West Tripura**

**ICA-C-194/2021-22**

**P'NIe-T No: - 01/PNIeT/EE/DWS/BLN/2021-22**

Online percentage rate e-tender in 2 (two) bid system are invited for the following work:-

| Sl. No | Name of Work | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Deadline for online biding | Time, date of pre-bid Meeting | Place, Time & date of opening of Technical bid | Website for online biding | Place, Time & date of opening of online price bid | Class of Bidder | Cost of Tender Paper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drilling & Development of 35 (thirty five) Nos. Deep Tube Well with Contractor's high capacity direct rotary drilling rig and other machineries & equipments including providing of ERW pipes, Pea-gravels etc. in different locations of Jolaibari, Rupaichari, Satchand & Poangbari R.D. Block. **D'NIe-T No. : 02/CE/PWD(DWS)/2021-22** | ₹ 11,01,64,726.00 | ₹ 11,01,647.00 | 180 (One Hundred & Eighty) days | Date 18 Month 05 Year 2021 At 12.00 Hrs on 30.04.2021 | At 15.30 Hrs on 18.05.2021 if possible Office of the Executive Engineer, DWS Division, Belonia, South Tripura | https://tripuratenders.gov.in | Will be notified later on | Appropriate Class / category as per N.Ie-T | ₹ 5,000.00 | |
| 2 | Drilling & Development of 35 (thirty five) Nos. Deep Tube Well with Contractor's high capacity direct rotary drilling rig and other machineries & equipments including providing of ERW pipes, Pea-gravels etc. in different locations of Hrishyamukh, Bagafa, Rajnagar & B.C. Nagar R.D. Block. **D'NIe-T No. : 03/CE/PWD(DWS)/2021-22** | ₹ 11,01,64,726.00 | ₹ 11,01,647.00 | 180 (One Hundred & Eighty) days | | | | | | | |
| 3 | Drilling & Development of 50 (fifty) Nos. Deep Tube Well with Contractor's direct rotary drilling rig and other machinerjes & equipments including providing of ERW pipes, Pea-gravels etc. in different locations of Hrishyamukh, Bagafa, Rajnagar & B.C. Nagar R.D. Block **D'NIe-T No. : 04/CE/PWD(DWS)/2021-22** | ₹ 8,27,95,606.00 | ₹ 8,27,956.00 | 180 (One Hundred & Eighty) days | | | | | | | |
| 4 | Drilling & Development of 50 (fifty) Nos. Deep Tube Well with Contractor's direct rotary driliing rig and other machineries & equipments including providing of ERW pipes, Pea-gravels etc. in different locations of Jolaibari, Rupaichari, Satchand & Poangbari R.D. Block. **D'NIe-T No. : 05/CE/PWD(DWS)/2021-22** | ₹ 8,27,95,606.00 | ₹ 8,27,956.00 | 180 (One Hundred & Eighty) days | | | | | | | |
| 5 | Drilling & Development of 45 (forty five) Nos. Deep Tube Well with Contractor's reverse circulatory drilling rig and other machineries & equipments including providing of ERW pipes, Pea-gravels etc. in different locations of South Tripura District **D'NIe-T No. : 06/CE/PWD(DWS)/2021-22** | ₹ 7,75,00,782.00 | ₹ 7,75,068.00 | 180 (One Hundred & Eighty) days | | | | | | | |

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For details please visit www.tripuratenders.gov.in and for any query please contact :- 03823-224-812

**For and on behalf of Governor of Tripura.**
**(Er. T. Chakma)**
**Executive Engineer**
**DWS Division, Belonia,**
**South Tripura District, Tripura**

**ICA-C-181/2021-22**

আমতলীর কাছে বাইপাস রোডে সাইবাবার মন্দিরের আজ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

# নির্বিঘ্নেই শেষ হল সপ্তম দফায় বাংলার পাঁচ জেলার ৩৪টি আসনে ভোটগ্রহণ

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছাড়া মোটের উপর শান্তিতেই সম্পন্ন সপ্তম দফায় পাঁচ জেলার ৩৪টি আসনে ভোটগ্রহণ। ভোট পর্ব শেষে এমনটাই জানালো নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের দফতর সূত্রে খবর সোমবার সপ্তম দফায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে - ৭৫.০৬ শতাংশ হারে। এর মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর-৮০.২১ শতাংশ, মালদহ -৭৮.৭৬ শতাংশ, মুর্শিদাবাদ -৮০.৩০ শতাংশ, দক্ষিণ কলকাতা -৫৯.৯১ শতাংশ, পশ্চিম বর্ধমান - ৭০.৩৪ শতাংশ।

এদিন ভোটের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব বলেন, " বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটের হার পাঁচ জেলায় ৭৫.০৫ শতাংশ। এই দফায় বিশেষ কোন হিংসার ঘটনা নেই। হিংসা ছড়ানোর আশঙ্কায় আগে থেকেই ৭৪২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য ১১ জন ও অন্যান্য নির্দিষ্ট কেসের ভিত্তিতে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যদিকে, গণনার ক্ষেত্রে কোভিড প্রটোকলের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে"।

সোমবার সকাল সাতটা থেকে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলার দক্ষিণ দিনাজপুরের ৬, পশ্চিম বর্ধমানের ৯, মালদহের ৬, মুর্শিদাবাদের ৯ ও কলকাতার ৪টি সহ মোট ৩৪টি আসনে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। সপ্তম দফায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর ও হরিরামপুর বিধানসভা আসনের জন্য ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। মালদহের হবিবপুর, গাজোল, চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতিপুর ও রতুয়া আসনের জন্য চলছে ভোটদান। এই দফায় মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা, সুতি, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, ভগবানগোলা, রানিনগর, মুর্শিদাবাদ ও নবগ্রাম আসনে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। সামশেরগঞ্জ এবং জঙ্গিপুরে প্রার্থী মৃত্যুর কারণে ভোটগ্রহণ হবে ১৬ মে। সপ্তম দফায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল উত্তর, কুলটি বরাবনিতে। সপ্তম দফায় ভোটগ্রহণ চলছে কলকাতাতেও। কলকাতার কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী ও বালিগঞ্জ আসনেও ভোটগ্রহণ হয়।

করোনার বাড়বাড়ন্তে সপ্তম দফায় করোনা-বিধি নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব ছিল নির্বাচন কমিশনের। সপ্তম দফার ভোটে প্রতিটি বুথে নিরাপত্তার পাশাপাশি কোভিড বিধি পালনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই দফায় মোট বুথের সংখ্যা ১২,০৬৮। এর মধ্যে রয়েছে ৯১২৪টি প্রধান এবং ২৯৪৪টি অতিরিক্ত বুথ। করোনা সংক্রমণের জন্য এই দফায় বিশেষ কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোট গ্রহণের পূর্বে সমগ্র বুথ স্যানিটাইজেশন করা হয়েছে। বাদ যায়নি ইভিএম, ভিভিপ্যাটও। বুথের মধ্যে যাঁরা আছেন সকলের মাস্ক ও গ্লাভস পরা বাধ্যতামূলক।

এদিন সকাল থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ কলকাতা আর আসানসোলে। রানীনগরে বিজেপি প্রার্থীর ওপর হামলা ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি ফারাক্কায় 'আক্রান্ত' তৃণমূল কর্মী। আসানসোল দক্ষিণে এদিন সকালে তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ বচসায় জড়ান স্থানীয় থানার এসআইয়ের সঙ্গে। অপরদিকে, বুথ চত্বরে তৃণমূলের প্রতীক লাগানো টুপি পরা এক মহিলার মাথা থেকে সেই টুপি কেড়ে নিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। একইভাবে দক্ষিণ কলকাতায় সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা ছিল হাইভোল্টেজ ভবানীপুরে।

এদিন কলকাতা বন্দরে তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিমকে ঘিরে জয় শ্রীরাম স্লোগান তোলে বিজেপি। পাল্টা ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীলের উদ্দেশে তোলা হয় জয় বাংলা স্লোগান। এদিন সকালে ভবানীপুরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগ, বুথে কোভিডবিধি মানা হচ্ছে না। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নিশানায় কমিশন।

ভোট দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা ৪টে নাগাদ মিত্র ইন্সটিটিউশনের বুথে গিয়ে ভোট দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সপ্তম দফার ভোটও হিংসামুক্ত হয়নি। বেলা বাড়তেই ভোটের উত্তাপ দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী কেন্দ্রে। তৃণমূল প্রার্থী দেবাশীষ কুমারকে একাধিক বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রবেশ করতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। এই কেন্দ্রেরই বিজেপি প্রার্থী সুব্রত সাহার এজেন্টকে শ্রীলতাহানির অভিযোগে আটক করেছে পুলিশ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। পাল্টা পুলিশের বিরুদ্ধে ফাঁসানোর অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের।

এছাড়া সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায় বরাবরই হিংসার তালিকায় উপরের দিকে থাকা মুর্শিদাবাদে। তবে এবার বড়সড় হিংসা এড়ানো গেল মুর্শিদাবাদ। রানিনগর, সুতির মতো বিভিন্ন কেন্দ্র দিনভর অশান্তির খবর এলেও ভোট-হিংসায় প্রাণ যায়নি কারও। এদিন রানিনগরে চাঞ্চল্য, বিজেপি প্রার্থীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে আটকে রাখার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে দাবি ওই প্রার্থীর। পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও প্রায় ১ ঘন্টা পর এসে উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি প্রার্থীর। যদিও কমিশন সেই দাবি কারিজ করেছে। সুতিতে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# করোনাযুদ্ধে সামিল হবেন দেশের সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীরাও

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): দেশের করোনা পরিস্থিতিতে করোনাযুদ্ধে সামিল হবেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীরাও। সেনাবাহিনীর যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা অবসর গ্রহণ করেছেন বা গত দুই বছরের মধ্যে অগ্রিম অবসর নিয়েছেন, তাঁদের কোভিড সেন্টারগুলিতে কাজ করার জন্য ডাকা হয়েছে।সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এমনটাই জানালেন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত।

দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে একের পর এক জরুরি বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান বিপিন রাওয়াতের সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কীভাবে সেনাবাহিনীর সাহায্য পাওয়া যায়, সেই বিষয়ে আলোচনা করেন। এ দিনের বৈঠকে চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত প্রধানমন্ত্রীকে জানান, সেনাবাহিনীর যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা অবসর গ্রহণ করেছেন বা গত দুই বছরের মধ্যে অগ্রিম অবসর নিয়েছেন, তাঁদের কোভিড সেন্টারগুলিতে কাজ করার জন্য ডাক দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বাকি অবসরপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারদেরও এমার্জেন্সি হেল্পলাইনে করোনা রোগীদের সহায়তার কাজে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বর্তমানে যে সমস্ত মেডিক্যাল অফিসাররা কম্যান্ড, ডিভিশন এবং বায়ু ও নৌসেনার হেড কোয়ার্টারে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, তাঁরাও এবার থেকে বিভিন্ন করোনা হাসপাতালের দায়িত্ব সামলাবেন বলে জানানো হয়েছে সেনার তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়, আপাতত সশস্ত্র বাহিনীর কাছে যত সংখ্যক অক্সিজেন রয়েছে, তা হাসপাতালগুলিকে দিয়ে দেওয়া হবে। চিকিৎসকদের সহায়তার জন্য প্রচুর সংখ্যক নার্সও পাঠানো হবে।

# তেলিয়ামুড়ায় পুলিশের জালে বিস্তর পরিমাণ গাঁজাসহ দুইজন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ এপ্রিল।।** প্রতিনিয়তই রাজ্যের থানা গুলিকে ঘুমে রেখে রাজ্য থেকে পাচার হচ্ছে নেশা সামগ্রী সহ অন্যান্য দুনম্বরী সামগ্রী।আবার ঐ সকল থানা গুলিকে ঘুমে রেখে বহি রাজ্য থেকে আসছে দেশের সামগ্রিক সহ অন্যান্য দুনম্বরী জিনিস সামগ্রী।তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ইউনিট হয় এস আই বিজয় কুমার দাস এর।খবর দেওয়া হয় ট্রাফিক ডিএসপি বিক্রমজীত শুক্লা দাস সহ তেলিয়ামুড়া থানায়।ঘটনাস্থলে ট্রাফিক ডিএসপি বিক্রমজীত শুক্লা দাস তেলিয়ামুড়া থানার ওসিসহ পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।শুরু হয় গাড়িতে তল্লাশি।যদিও গাড়িটি পুরোপুরি খালি ছিল।গাড়ির

পুলিশের রুটিন মাফিক চেকিং মধ্য দিয়ে অর্ধকোটি গাঁজা উদ্ধার উদ্ধার করল পুলিশ।এবং চালক ও সহজ চালককে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

সংবাদে জানা যায় আগরতলা থেকে একটি গাড়ি তেলিয়ামুড়া দিকে আসছিল।তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক দফতরের এস আই বিজয় চন্দ্র দাস প্রতিদিনের মত সকাল থেকে তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াই বাড়ি এলাকায় দূর পাল্লার গুলিকে চেকিং করছিল।চেকিং করার সময় গাড়ির নম্বর এর সাথে গাড়ির কাগজপত্র নম্বরের গরমিল দেখা দেয়।পরে দেখতে পায় গাড়ির নম্বর প্লেটের উপরে উত্তর প্রদেশ সরকারের নাম্বারের পরিবর্তে হরিয়ানা সরকারের নম্বর রয়েছে।সন্দেহ মাঝ খানে গোপন কক্ষে থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৮০০(আটশ) কেজির উপরে প্যাকেট বন্দি গাজা।যার বাজার মূল্য আনুমানিক অর্ধকোটি টাকার উপরে হবে বলে।আটক করা হয় গাড়ির চালক ধীরেন্দ্র কুমার এবং বিনোদ যাদবকে।প্রত্যেকের বাড়ি বহি রাজ্যে উত্তরপ্রদেশে।এদিকে এ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া।

এদিকে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন স্থানের পুলিশদের ঘুমে রেখে রেখে নেশার সামগ্রীসহ দুনম্বরী জিনিস সামগ্রী রাজ্যে থেকে বহি রাজ্যে পাচার হচ্ছে।পুলিশের সাফল্যের ভাগটা অনেকটাই কম।তবে এখন দেখার বিষয় পুলিশ তার সক্রিয় দায়িত্ব পালন করতে কত সময় নেন।

## মৃত্যু আরও ৪৩ জনের, তেলেঙ্গানায় করোনা-সংক্রমিত ৪.০১-লক্ষাধিক

হায়দরাবাদ, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): তেলেঙ্গানায় নতুন করে আরও ৪৩ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ৬,৫৫১ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪ লক্ষ ০১ হাজার ৭৮৩ জন। মোট আক্রান্তের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩,৩৪,১৪৪ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ৪৩ জনের মৃত্যুর পর তেলেঙ্গানায় করোনা কেড়েছে ২,০৪২ জনের প্রাণ। সোমবার তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে।

# হাসপাতালগুলির করোনা শয্যাসংখ্যা স্বচ্ছ করতে রাজ্যগুলোকে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি . স.) : হাসপাতালগুলিতে কোথায় কত সংখ্যক শয্যা আছে, সেব্যাপারে তথ্য জানাতে রাজ্য সরকারগুলিকে আবেদন জানাল কেন্দ্র।

সারা দেশে কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসায় অক্সিজেন মিলছে না বলে অভিযোগ। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব বলেন, হাসপাতালগুলিতে কোথায় কত সংখ্যক শয্যা আছে, সেব্যাপারে তথ্য জানাতে হবে রোগীদের। তিনি বলেন, দেশে তরল মেডিক্যাল অক্সিজেনের উৎপাদন ৭ হাজার ২৫৯ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৯ হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। অক্সিজেন পাওয়ার ক্ষেত্রে যেন কোনও বৈষম্য না তৈরি হয়, এজন্য গাইড লাইন তৈরি করেছে কেন্দ্র।

এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এও জানানো হয়েছে, আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। রেমিডেসিভির না পেলে প্রাণহানি হবে না। কোভিড মোকাবিলায় আগামীদিনেও গাইড লাইন দেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এইমসের ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া বলেছেন, আতঙ্কিত হবেন না। যাদের শরীরে ৯২ থেকে ৯৪ পর্যন্ত অক্সিজেনের মাত্রা অক্সিজেনের মাত্রা না বাড়ালেও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না তাঁরা। করোনার মৃদু সংক্রমণ হলে ঘরোয়া চিকিৎসাতেই সুস্থ হওয়া সম্ভব।

সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে করোনা মোকাবিলায় দেশজুড়ে সরকারি সাফল্যের খতিয়ান পেশ করা হল। এদিন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে জানানো হয়েছে, সোমবার পর্যন্ত ১৪ কোটি ১৯ লক্ষ নাগরিককে টিকা দেওয়া হয়েছে। দেশের ১২টি রাজ্যে করোনা প্রতিরোধে সামনের সারিতে কাজ করছেন এমন ৮০ শতাংশ কর্মীকে টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল করোনা সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙা।

অন্যদিকে, এদিন নীতি আয়োগের সদস্য চিকিৎসক ভি কে পাল বলেন, ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতিতে বাড়িতেও মাস্ক পরে থাকা উচিত। তাঁর পরামর্শ, এই সময়ে বাড়িতে বাইরের লোককে ঢুকতে দেওয়া ঠিক হবে না। যদি করোনার মৃদু উপসর্গ দেখা দেয় তবে বাড়িতে থেকেই চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, কোভিড গাইডলাইন না মানলে একজন করোনা আক্রান্ত ৩০ দিনের ভিতর ৪০৬ জনকে সংক্রমিত করতে পারেন।

# এসডিএমও-কে ডেপুটেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ এপ্রিল।।** জেলা ও মহাকুমা হাসপাতালে বিশেষ পরিকাঠামো যুক্ত কোভিড-১৯ চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করতে হবে(২) রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী নিয়োগ করতে হবে। এই দুই দফা দাবির সমর্থনে আজ অর্থাৎ সোমবার একটা নাগাদ ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালের এসডিএমও চন্দন দেববর্মার হাতে ডেপুটেশনের এক প্রতিলিপি তুলে দেয়। এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন যুব নেতৃত্ব শংকর দাস টুটন দেব সহ রঞ্জু দাস। এক সাক্ষাৎকারে যুব নেতৃত্ব রঞ্জু দাস জানান, বর্তমানে দ্বিতীয় দফায় করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল গুলোতে পরিকাঠামোগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রোগীদের। কোথাও চিকিৎসকের স্বল্পতা কোথাও আবার চিকিৎসাকর্মীদের স্বল্পতা বর্তমানে দেখা দেয়। এসব পরিস্থিতি থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর এক প্রতিনিধি দল তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এক ডেপুটেশন প্রদান করেন।

# শিক্ষক নেতার টিউশন বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরে ক্ষোভে ফুঁসছেন শিক্ষিত বেকাররা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।।** কৈলাশহরে এক শিক্ষক নেতার প্রাইভেট টিউশনি ঘিরেবেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে লকডাউন চলাকালেও ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে টিউশনি করে চলেছেন।বাম আমলের শিক্ষক নেতা রং পাল্টে রাম আমলেও শিক্ষক নেতা বনে গিয়ে কেল্লা ফতে। বাম আমলের মতো রাম আমলেও এই শিক্ষক নেতা রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর এমনকি দপ্তরের মন্ত্রীকে পাত্তাই দিচ্ছেন না। বরং শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর আদেশকে বুড়ো আংগুল দেখিয়ে চলছে এই শিক্ষক নেতা।চাকুরির সুবাদে কৈলাসহরে এসে প্রথমেই নিজ স্কুলের এক ছাত্রীর উপর কুনজর পড়েছিল

এই গুনধর শিক্ষকের। গুনধর এই শিক্ষক ততকালীন বাম আমলে শিক্ষা দপ্তরের কথায় পাত্তা না দিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর প্রকাশ্যে টিউশন বানিজ্য চালিয়ে গেছে। দপ্তরের তরফে কয়েকবার অন্যান্য শিক্ষকদের সতর্ক করা হলেও গুনধর এই শিক্ষক নেতাকে স্থানীয় শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা কিছু বলার সাহস পান নি। গুনধর এই শিক্ষক রাজমোহন সূত্রধরের বাড়ি আগরতলা হলেও উনার শ্বশুর বাড়ি কৈলাসহরে হবার সুবাদে পিডব্লিউডি রোড এলাকায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকেন। বর্তমানে উনি গোলধারপুর রুদ্র সিংহ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক। দিব্যি ভাড়া বাড়িতে প্রকাশ্যে দিন রাত টিউশন করে যাচ্ছেন। তাও আবার এক দুজন ছাত্র ছাত্রী নয়। প্রতি ব্যাচে একসাথে দশ পনেরো জন করে ছাত্র ছাত্রী পড়াচ্ছেন। প্রতিদিন তিন থেকে চারটি ব্যাচ পড়াচ্ছেন।

গুনধর এই শিক্ষক নেতার টিউশনির কাহিনি এখানেই শেষ নয়, স্বামী স্ত্রী দিনের পর দিন কৈলাসহরে থেকে চাকুরী করছেন এবং কৈলাসহর থেকে কোনো অবস্থাতেই বাইরে গিয়ে যাতেস্বামী স্ত্রী চাকুরী করতে না হয় তারজন্য বেছে বেছে শাসক দলের প্রভাবশালী নেতাদের বাড়িতে গিয়ে নেতাদের ছেলে মেয়েদের পড়াচ্ছেন। এসব করে গুনধর এই শিক্ষক নেতা বাম আমলের মতো রাম আমলেও ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। একই পরিবারের স্বামী স্ত্রী দুজন সরকারি স্কুলের শিক্ষক হবার পরও অর্থলোভী এই গুনধর শিক্ষক নাকি সমাজের মেরুদণ্ড। অর্থ লোভী, অর্থ পিপাসু শিক্ষক রাজমোহন সূত্রধর উনার টিউশনি বানিজ্যটা প্রকাশ্যে না আসার জন্য আমাদের প্রতিনিধি ছবি সংগ্রহ করার সময় উনি হাতে ধরে নিউজ প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ শুরু করেন এর পাশাপাশি বড় মাপের অর্থেরও প্রলোভন দেন। এই শিক্ষক রুপী অর্থ লোভী অর্থ পিপাসু মেরুদণ্ডহীন শিক্ষক অনেক জায়গায়ই বলছেন যে, স্কুল বন্ধ থাকার কারনে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের অনেক অনুরোধের পর উনি ছাত্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে কোচিং দিচ্ছেন।

এভাবে মিথ্যা কথা বাজারে প্রচার করে উনি অবৈধভাবে টিউশনি করে মাসে কয়েক লক্ষ টাকা কামাই করছেন। এব্যাপারে ঊনকোটি জেলার শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক শ্যামল জানান যে, কৈলাসহরে একজন সরকারি শিক্ষক অবৈধভাবে টিউশনি করার খবর পেয়েছেন এবং এটার তদন্ত চলছে। শ্যামল বাবু স্বীকার করেন, রাজমোহন সূত্রধর গোলধারপুর রুদ্র সিংহ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষক। শ্যামল দাশ জানান যে, উনি এব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন এবং উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। অর্থলোভী এই শিক্ষকের নিকট আত্মীয় দপ্তরের রাজ্য অধিকর্তার অফিসে কর্মরত থাকার সুবাদে এই শিক্ষকের নামে কোনো অভিযোগ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের গোচরে যায় না। এখন দেখার বিষয় দপ্তর এব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় কিনা নাকি অন্যান্য বারের মতো এবারও নিকট আত্মীয়ের এবং রাজনৈতিক নেতাদের ইসারায় সবকিছু ধামাচাপা পড়ে যায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।